www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬–২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৭ ভাদ্র – ২৩ ভাদ্র, ১৪২৩ ঃ ৩ সেপ্টেম্বর – ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 45, 3 September - 9 September, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসের একটাই ঠিকানা আইএস।

টার্গেট এখন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ। ফলে উস্কানিমূলক নানা অডিও ক্লিপিংস তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে যুবকদের মোবাইল ফোনে। বিভিন্ন থানায় অভিযোগ জমা পড়ছে এ নিয়ে।

রবিবার : বহরমপুর মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন, আতঙ্ক ও মৃত্যু মিছিল। বোঝা গেল আমরির পরেও শিক্ষা হয়নি কারোর। গাফিলতিকে ঢাকতে পারছে না রাজনৈতিক তরজা।

সোমবার : বিদ্যুতের অভাবে অতিষ্ট ফরাক্কার মানুষ জাতীয়

সড়ক অবরোধ করলে পরিস্থিতি চরমে ওঠে। চলে গুলি। মৃত্যু হয় একজনের।

মঙ্গলবার : ৫২ দিনের মাথায় কার্ফু উঠল কাশ্মীরে। যদিও এখনও

পুরোপুরি স্বাভাবিক হয় নি ভূস্বর্গ বলে কথিত এই রাজ্য। ছোটখাট গন্ডগোল চলছেই। ৪ সেপ্টেম্বর সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে সেখানে যাওয়ার কথা আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। কথা হবে হুরিয়তের সঙ্গে।

বুধবার : শান্তিপুর কলেজে শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেফতার

হল চারজন। পুলিশ পরিস্থিতির তদন্তে নেমে পড়লেও অধ্যক্ষের দিকে নানা অভিযোগের আঙুল তুলেছে পড়ুয়ারা।

বৃহস্পতিবার : ঐতিহাসিক সিঙ্গুর মামলার রায় দিল সুপ্রিম

কোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ছিল। রায় শোনার পরেই সিঙ্গুরে পালিত হল বিজয় উৎসব। টাটারা এখন মুখ লুকোতে ব্যস্ত।

শুক্রবার : বাংলা বনধ! এবারের এই ফ্লপ নাটকের আয়োজক ছিল

বাম ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। মানুষ বুঝিয়ে দিচ্ছে বনধ নয় উন্নয়ন চাই। যারা তা দিতে পারবে সে দিকেই সমর্থন মানুষের।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ভাগ্যের অভূতপূর্ব পরিহাসে ‘ঘেঁটে ঘ’ মার্কসবাদ

পুঁজিবাদের ধাক্কায় বেসামাল বামেরা

ওঁকার মিত্র

মনে পড়ে সত্তর দশকের সেই আগুন ঝরা দিনগুলোর কথা। আমি তখন নিতান্তই স্কুল ছাত্র। বামপন্থী রাজনীতির আঁচ পরিবারের সকলের মধ্যে। সে তাপ লাগছে আমার গায়েও। বাবা–কাকা–ঠাকুরদাদের সঙ্গী হয়ে দিনের পর দিন সাক্ষী থাকছি বামেদের মিটিং–মিছিলের। সিঙ্গুর ইস্যুতে ভারতীয় বামপন্থীদের কোণঠাসা হয়ে পড়া ফের সেইসব স্মৃতিকে ক্রমশ উজ্জল করে তুলছে।

সে সময় বামেদের প্রত্যেকটি সভার শুরু হত ইন্দিরা গান্ধির মুন্ডপাত করে। শেষ হত পুঁজিবাদের শ্রাদ্ধ করে। মাঝখানে থাকত টাটা ও বিড়লাদের (তখনও গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া, আম্বানি প্রভৃতিরা ফোকাসে আসেনি) শাপশাপান্ত। প্রত্যেক বক্তার বলার ঢঙ আলাদা হলেও বিষয়বস্তু ছিল এক এবং অদ্বিতীয়। পুঁজিবাদের পতন, সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা। এখনও মনে আছে জ্যোতিবাবু বলতেন ভারতবর্ষের গরিব–খেটেখাওয়া–নিপীড়িত মানুষকে শোষণ করে সব টাকা লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে দুটি পরিবার, টাটা আর বিড়লা। কংগ্রেসিরা এদের দালালে পরিণত হয়েছে। এখনও একটা সভার কথা মনে পড়ে। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ কোঙার। হঠাৎ সভার মাঝখানে পার্কের পিছনের দিকে দু তিনটে বোমা পড়ল। বক্তৃতা থামিয়ে হরেকৃষ্ণবাবু বললেন, কেউ পালিয়ে যাবেন না। পুঁজিবাদের দালালরা ভয় দেখাতে চাইছে। আমাদের শক্তির সঙ্গে ওরা পেরে উঠবে না। ওরা নিজেরাই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। আমাদের জয় হবেই। সত্যি সত্যি সভা এরপর নির্বিঘ্নে শেষ হয়। তখন বক্তৃতা পর্বের শেষে প্রায় সব সভাতেই সোভিয়েত রাশিয়ার মেহনতি মানুষের সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে একটি অসাধারণ নাটক মঞ্চস্থ হত। যার নাম ‘অগ্নিগর্ভ লেনা’। নাটকের শেষে কাস্তে হাতুড়ি নিয়ে যেভাবে একসঙ্গে পোজ দিতেন অভিনেতারা তা দেখে কিশোর মনে তখন সাম্যবাদের ক্ষুধা চড়চড় করে উঠত। বক্তৃতা শুনে নাটক দেখে রক্ত গরম হয়ে উঠত। ভাবতাম কোনও পুঁজিপতি জোতদারকে সামনে পেলে খুন করে ফেলব।

যাই হোক নানা ঘটনার উত্থান পতনে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালে সাম্যবাদের প্রবক্তারা রাজ্যে ক্ষমতায় এলেন। মনে হল ধীরে ধীরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হবে। কয়েক বছর যাওয়ার পরেই সব রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। টাটা বিড়লা কেন পুঁজিপতিদের সংখ্যা আরও বাড়ল। একদিকে যেমন বামফ্রন্টের ভোট বাড়তে থাকল তেমনি অন্যদিকে বাড়তে থাকল পুঁজিপতিদের মুনাফা। মাঠের নেতারা ধোপদুরস্ত হল, খারাপ হল কৃষক–শ্রমিকের অবস্থা। আর শেষ ভাগে তো একেবারে বাজিমাত! টাটারা হয়ে গেল বন্ধু, কৃষকরা শত্রু বনে গেল। ২০০৬ সালে বামফ্রন্ট বিপুল জনসমর্থনে জিতে এল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে শিল্পের ব্র্যান্ড বানিয়ে। সেই ব্র্যান্ডকে প্রতিষ্ঠা করতে বেছে নেওয়া হল হুগলির সিঙ্গুরকে। যে বামফ্রন্ট সরকার এসেছিল ভূমিহীন কৃষককে ভূমির মালিক করতে তারা এবার নেমে পড়ল জমি অধিগ্রহণের নামে জোর করে কৃষক উচ্ছেদে। কার জন্য? একজন হার্ডকোর পুঁজিপতির জন্য। ভাগ্যের এমনই পরিহাস সেই পুঁজিপতি আবার স্বয়ং টাটা, যাকে একসময় যারপরনাই গালাগালি করত বামেরা। এই উদ্যোগ কিসের জন্য? পিছনে কি কারণ এখনও জানা যায় নি। তবে সামনে ছিল বিপুল কর্মসংস্থানের হাতছানি। অবশ্য এর আগেও বহু জায়গায় ভূমি অধিগ্রহণ করেছে বামেরা। রাজারহাট–নিউটাউন যার জ্বলন্ত উদাহরণ। কোনও শোরগোল হয়নি। কিন্তু সিঙ্গুর গর্জে উঠল তিন ফসলি জমি বাঁচাতে। শুরু হল আন্দোলন। পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল নেত্রী। আদর্শ হারিয়ে পাপের কলস পূর্ণ করে পতন হয়ে গেল বামেদের। সিঙ্গুর, পরবর্তীতে নন্দীগ্রামে ভর করে উত্থান হল লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

গত বিধানসভা নির্বাচনে সেই ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেসের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এদেশের বামেরা বুঝিয়ে দিয়েছে এখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতা। ৬০ বা ৭০ দশকের বক্তৃতা, ভাবনা, স্বপ্ন এখন অন্ধকার অতীত। সে দিকে আর তারা ফিরে তাকাতে চায় না।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলায় সারের কালো বাজারি

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কৃষকদের উন্নতির জন্য একাধিক জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করছেন, তখন এক শ্রেণীর সার ডিস্ট্রিবিউটররা জেলা জুড়ে কালো বাজারির জাল বুনে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। আমরা সাধারণত জানি কোনও দ্রব্যের এমআরপি (সর্বাধিক খুচরো মূল্য) যা থাকে সেই দরে, কিংবা তার থেকে কম দামে দ্রব্য ক্রয় করতে পারি। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় রাসায়নিক সারের ক্ষেত্রে উলট পুরান চলছে। বস্তার গায়ে যা এমআরপি লেখা থাকবে, তার থেকে অন্তত ২০–৩০ টাকা বেশি দামে আপনাকে ক্রয় করতে হবে। এমনকি আপনি রিটেল ডিলারের কাছ থেকে কোনও পাকা চালানও পাবেন না।

ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য এই প্রতিবেদক বজবজ–২ নম্বর ব্লকের এক রিটেল ডিস্ট্রিবিউটরের কেন্দ্রে হাজির হয়েছিল। ওই কেন্দ্রের মালিক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানালেন, ইউরিয়া ৫০ টাকা কেজি প্যাকেটের এমআরপি ৩৯০ টাকা, হলেও ৪২০ টাকার নীচে তিনি বিক্রয় করতে পারবেন না। এমনকি পাকা চালানও দিতে পারবেন না। কারণ? তিনি পরিষ্কারই বলেন, দেখুন আমরা আমতলার যে ডিস্ট্রিবিউটরের থেকে মাল কিনি তারা ৪০০ টাকা বস্তা নেন। খরচ আছে। আমরা তাহলে কি লসে বিক্রি করব? প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল ডিস্ট্রিবিউটররা পাকা চালান দেন না? উত্তরে তিনি বলেন, ওনারা দুরকম চালান দেন। সাদা চালানে ৪০০ টাকা লেখা থাকে, আর পাকা চালানে ৩৯০ টাকা লেখা থাকে।

অথচ সাদা চালান ধরেই আমাদের টাকা দিতে হবে। ঠিক এমনই ভাবে পরশ ডিএপি ১৩২৫ টাকা, সুপার ফসফেটে ৩৮০ টাকা এমআরপি লেখা থাকলেও, কৃষকদের দিতে হয় যথাক্রমে ১৩৫০ এবং ৪০০ টাকা। পূর্ব মেদিনীপুরে নাকি পরশ ডিএপির জন্য কৃষকদের ১৪৯০ টাকা গুনতে হয়। ২০১১ সালে বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ বাসুদেব কাবড়ী আমতলার এক ডিস্ট্রিবিউটরের (জনার্দন পাড়ুই) কাছ থেকে এমআরপির বেশি মূল্যে সার কিনে, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তখন প্রশাসন নড়ে চড়ে বসে ছিল। ওই ডিস্ট্রিবিউটরের লাইসেন্সও বাতিল হয়েছিল। সরকারি তরফে নজরদারিও শুরু হয়েছিল। কিন্তু আবার সেই একই অবস্থা শুরু হয়েছে জেলা জুড়ে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যখন কৃষকদের জন্য, কৃষাণ মান্ডি, কৃষি পেনশন, কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড, অতিবর্ষণে অর্থ সাহায্য, কৃষি ভর্তুকি সহ নানা জনমুখী পদক্ষেপ নিচ্ছেন তখন এক শ্রেণির সার ডিস্ট্রিবিউটর কালো বাজারি করে গরিব কৃষকদের অর্থ লুঠ করছে কি করে? এই প্রসঙ্গে জানার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য কৃষি অধিকর্তা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, যদি এটা হয়ে থাকে, সেটা অন্যায় এবং অবৈধ। আমি অবশ্যই ব্লকে ব্লকে এডিওদের কাছ থেকে খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেব।

প্রসঙ্গত, খুচরো সার বিক্রেতারা জানিয়েছেন, দেখুন আমরা অসহায় আমরা তো ২০–৩০ বস্তা মাল তুলি। আমরা যদি ডিস্ট্রিবিউটরের থেকে এমআরপির কম দামে মাল পাই তাহলে এমআরপি মূল্যেই বিক্রি করতে পারি। এডিওদের এ ব্যাপারে বার বার বলা হয়েছে, কিন্তু সবাই চুপচাপ।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে বড় বড় রাঘব বোয়াল ডিস্ট্রিবিউটরদের গলায় ঘন্টা বাঁধতে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা কি ভয় পাচ্ছেন?

চেকপোস্টে অভিযোগের পাহাড়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

পেট্রাপোল

ভারত–বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম মাধ্যম পেট্রাপোল সীমান্তের চেকপোস্ট। দুই দেশের নাগরিকদের যাতায়াত তথা দুই দেশের বাণিজ্যের মাধ্যমে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে চলতি বছরের ২১ জুলাই পেট্রাপোল সীমান্তে উদ্বোধন হল, ইন্টেগ্রেটেড চেক পোস্ট–এর। প্রকল্পের শুরুতে আধুনিক আন্তর্জাতিক চেক পোস্টের সবরকম সুবিধা থাকার কথা বলা হলেও, কার্যত তা নেই, বলেই উঠছে অভিযোগ। দুই দেশের নাগরিকদের যাতায়াতের সুবিধা বাড়ানো সহ দুই দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থাকে গতিময় করার লক্ষ্যে পেট্রাপোলের অদূরে ৪২ হেক্টর জমিতে এই ইন্টেগ্রেটেড চেক পোস্ট তৈরির কথা ছিল ২০১১ সালে। ১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সেই সময় তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে এই প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত ১৮ মাস পেরিয়ে গেলেও তা নানা কারণে দীর্ঘায়িত হতে হতে ২০১৬তে এসে পৌঁছয়। এর ফলে এই প্রকল্পটির মোট খরচ ১৬০ কোটি টাকা থেকে ২০০ কোটি টাকাতে পৌঁছয়। এই বর্ধিত খরচের বোঝা নিয়ে ইন্টেগ্রেটেড চেক পোস্টটি ২১ জুলাই টেলি কনফারেন্স–এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন।

বড় পরিসরে আধুনিক ব্যবস্থা থাকার কথা হলেও এই চেক পোস্টে তা কিছুই মিলছে না বলে স্থানীয় দুই দেশের কার্গো এজেন্ট বা বাণিজ্য প্রতিনিধিদের অভিযোগ। তারা অভিযোগ করে বলেন, ‘৪২ হেক্টর জমিতে এই চেক পোস্টটি তৈরি হলেও গেট বা প্রবেশ দ্বার একটা থাকার কারণে মালবাহী ট্রাকের লাইন দীর্ঘ হচ্ছে। একই জায়গা দিয়ে ট্রাকে যাওয়া আসা করার ফলে জ্যাম হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ। এই কারণে আমাদের বেশি অপেক্ষা চার্জ দিতে হচ্ছে।

একাধিক গেট থাকলে আমরা এই সমস্যায় পড়তাম না। মাল ওঠানো নামানোর কার্গো এলাকায় বিএসএফ–এর বাধায় শেড দিতে না পারার কারণে রোদে জলে পণ্যের ক্ষতি হচ্ছে। আধুনিক স্ক্যানার মেশিন না থাকার ফলে পণ্য পরীক্ষার সময় লাগছে অনেক বেশি। এতে কাঁচামালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকছে। যা আখেরে দুই দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্কে কোপ ফেলছে।’ কার্গো এজেন্ট সংস্থার সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, ‘নতুন এই চেক পোস্টটি হওয়ার ফলে পুরনো সমস্যাগুলোর সমাধান হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তা না হওয়ার দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের সমস্যাগুলোর সমাধান করা প্রয়োজন।’

সাফল্যের মুখে পুকুরে ইলিশ চাষ

মেহেবুব গাজী

মৎস্য বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এবার সারা বছর মিলতে চলেছে ইলিশের যোগান। এই ইলিশ নদী বা সমুদ্রের নয়। এবার পুকরের ইলিশ মিলবে বছরভর। দীর্ঘ চার বছর গবেষণার পর ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের (আইসিএআর) অধীন কেন্দ্রীয় জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থার কাকদ্বীপ শাখার মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সাফল্যের মুখ দেখেছেন। ২১ মাসে চার’শো গ্রাম বেশি ওজনের ইলিশের পেটে মিলেছে ডিমও। স্বাদও সমুদ্রের ইলিশের মতই। ফলে এবার পুকুরেই ইলিশের প্রজনন করা যাবে বলে আশাবাদী গবেষকরা। আগামী দিনে এ রাজ্যে নদী ও সমুদ্র উপকূল এলাকার পুকুরে ইলিশ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কাকদ্বীপ গবেষণা কেন্দ্রের প্রকল্প অধিকর্তা দেবাশিস দে জানান, ‘এই সাফল্যকে ছড়িয়ে দিতে নামখানার দুই চাষির পুকুরে ইলিশ চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মৎস্য চাষিদেরও ইলিশ চাষে উৎসাহ দেওয়ার নানান পরিকল্পনা নিচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। এভাবে ইলিশ চাষ বাড়ালেই বাজারে মিলবে পুকুরের ইলিশ।’ রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাও পুকুরে ইলিশ চাষের গবেষণার অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন এই মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে।

সারা বিশ্বের বাঙালির সংস্কৃতি ও আবেগের সঙ্গে সমুদ্রের রুপোলি শস্য ইলিশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গবেষণা কেন্দ্র সূত্রে খবর, পরিসংখ্যান বলছে সারা পৃথিবীতে ইলিশের গড় উৎপাদন ৭২০০০ মেট্রিক টন। যার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ উৎপাদন হয় ভারতে। তবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সব বছর সমান ইলিশ মেলে না। বাজারে ইলিশের দামও থাকে অগ্নিমূল্য। কাকদ্বীপের ময়নাপাড়ায় সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ব্যাকিশ ওয়াটার অ্যাকোয়া কালচারে ২০১২ সালের অক্টোবর–নভেম্বর মাসে প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে পুকুরে ইলিশ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কাকদ্বীপ সংলগ্ন মুড়িগঙ্গা নদী থেকে মিন ধরা জালে ধরা পড়া ইলিশের পোনা নিয়ে রিসার্চ সেন্টারের বেশ কয়েকটি পুকুরে ১.৩৭ গ্রাম ওজনের ইলিশ পোনা নিয়ে চাষ শুরু হয়। তবে প্রত্যেকটি পুকুর মুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। নদীর নোনা জল নিয়মিত এখানকার পুকুরে ঢোকানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুকুরের জলে নিয়মিত গতি ও অক্সিজেন তৈরির

জন্য প্যাডেল হুইল এরারেটর ও পাম্প মেশিন চালিয়ে ব্যবস্থা রাখা হত। পুকুরের জলে লবনাক্তের পরিমাণ রাখা হয়েছিল প্রত্যেক লিটার জলে ২ থেকে ২২ গ্রাম। প্রথমেই হোঁচট খেতে হয়েছিল বিজ্ঞানীদের। কিন্তু বেশ কিছু পোনা বেঁচে যায়। সেই ইলিশ পোনার খাদ্য নিয়েও পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলতে থাকে। খাবার হিসেবে উদ্ভিদ কণা উৎপাদনের জন্য ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, খামারের বর্জ্য সার, সরষে খোল ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও পুকুরের জলের ক্ষারত্ব নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখার জন্য কলিচুন ও ডলোমাইট ব্যবহার করা হত। পরে ইলিশের পাকস্থলি ও মাংস পরীক্ষা করে ইলিশের পছন্দের খাবার নির্ধারণ করেন গবেষকরা। গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, কসিনোডিসকাস প্রজাতির কোপোপডা, রটিফার, ডায়াটম ও প্ল্যুরোসিগমা প্রজাতি, স্পাইরোগাইরা প্রজাতির সবুজ শ্যাওলা এবং ইউলেথ্রিক্স প্রজাতি ছোট বড় ইলিশের পছন্দের খাবার। পরে পরীক্ষাগারের ভেতরে ফাইবার গ্লাসের চৌবাচ্চায় পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন ধরনের জীবিত খাদ্য প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে ইলিশ চারার সর্বাধিক বৃদ্ধি হয় মিশ্র প্রাণীকণা খাওয়ালে।

এছাড়াও দীর্ঘ পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে ইলিশের জন্য ভাসমান দানা খাদ্য তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়াও ইলিশের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিমাসে পুকুরে জাল ফেলে মাছগুলোকে ধরে দেখে আবার পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হত। এভাবে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ইলিশের ওজন চারশো গ্রাম ছাড়িয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ৩৩০ থেকে ৩৪৫ মিমি। ২১ মাসে ইলিশের এই ওজন দাঁড়িয়েছে। তবে এই পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন তা হল, ইলিশ মাছ জলের থেকে ডাঙায় তোলার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে মারা যেত। কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ট্যাঙ্কে দীর্ঘদিন ধরে ইলিশ বাঁচিয়ে রাখার সাফল্য মিলেছে। বর্তমানে তিনমাসের বেশি বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে। যার ফলে ইলিশ কৃত্রিম প্রজননে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের সাফল্যকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়াও পুকুরে চাষ করা ইলিশেও ডিম হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষ মাছে শুক্রাণু উৎপাদন হচ্ছে। বর্তমানে গবেষকদের মূল লক্ষ্য পুকুরে ইলিশের সফল প্রজনন ঘটানো। সেই প্রজনন সম্ভব হলে চাষিদের আর নদীর পোনা ইলিশের উপর ভরসা করতে হবে না। চাষিরা খুব সহজেই পুকুরে ইলিশ চাষ করতে পারবে।

উদ্বোধনের পরেও বন্ধ ছাত্রী হস্টেল

নকীব উদ্দীন গাজী

উত্তর গঙ্গাধরপুর থেকে রোজ স্কুলে আসতে হয় নার্গিস খাতুনকে। দশম শ্রেণির ছাত্রী নার্গিস। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও দূরত্বের কারণে রোজ স্কুলে আসতে পারে না সে। শুধুমাত্র মারুফা নয়, তাঁর মত একই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের উত্তর রামনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ নারী শিক্ষা মন্দিরের আরও অনেক ছাত্রীদের। নার্গিসের দাবি, ‘স্কুলের ছাত্রী নিবাসটি চালু হলে এই সমস্যা থেকে রেহাই মিলবে সকলের। পড়াশুনাতে আরও বেশি করে মনযোগ দিতে পারব আমরা।’ কিন্তু স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়াকে ঘিরে অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে আজও চালু হয়নি সংখ্যালঘু ছাত্রীদের জন্য স্কুলের এই হস্টেলটি। ফলে উদ্বোধনের পর থেকে হস্টেলটি তালা বন্ধ হয়ে পড়ে থাকায় স্কুলের প্রায় ৮০০ ছাত্রীর মধ্যে কারোর ঠাঁই মেলেনি। এই ব্যর্থতার দায় মহকুমা প্রশাসনের উপা চাপিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সানজিদা বেগম।

এরপর পাঁচের পাতায়

জিএসটি কি এবং কেন?

ভারতে এই প্রথম একম অদ্বিতীয়ম পণ্য পরিষেবা কর চালু হতে চলেছে। কোনও না কোনও ভাবে আমাদের প্রত্যেককেই এই কর দিতে হবে। তার আগে জেনে নেওয়া যাক এই কর ব্যবস্থার খুঁটিনাটি।

প্রশ্ন ৫. ভারতে কিভাবে জি.এস.টি ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে?

উত্তর : ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে, জি.এস.টি–র দুটি অংশ থাকবে–কেন্দ্রীয় জি.এস.টি এবং রাজ্যপর্যায়ের জি.এস.টি। কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকার উভয়েই যেকোনও পণ্যের মূল্যশৃঙ্খলে জি.এস.টি ধার্য করতে পারবে। সব ধরনের পণ্য ও পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রেই এই কর ধার্য হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জি.এস.টি ধার্য করবে। অন্যদিকে রাজ্যসরকারগুলি একটি রাজ্যের ভৌগলিক সীমার মধ্যে সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেনের ওপর জি.এস.টি ধার্য এবং সংগ্রহ করবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রদেয় কেন্দ্রীয় জি.এস.টি মূল্য প্রত্যেক স্তরে প্রদেয় কর হিসেবে প্রাপ্ত হবে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্যস্তরে প্রদেয় জি.এস.টি সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর মূল্য সংযোজনের পর প্রাপ্ত হবে। কেন্দ্রীয় স্তরে দেওয়া জি.এস.টি–কে রাজ্যস্তরের জি.এস.টি–র সঙ্গে হিসাব করা যাবে না। একই রকমভাবে রাজ্যস্তরের জি.এস.টি–র সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্তরের জি.এস.টি–র হিসাব করা যাবে না।

প্রশ্ন ৬. যে কোনও পণ্য বা পরিষেবার লেনদেনের ক্ষেত্রে কিভাবে একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যপর্যায়ে জি.এস.টি ধার্য করা হবে?

উত্তর : নির্দিষ্ট কিছু ছাড়প্রাপ্ত পণ্য ও পরিষেবা ছাড়া এবং জি.এস.টি–র আওতার বাইরে থাকা পণ্য অথবা যেসব লেনদেন জি.এস.টি কর সীমার নিচে থাকবে, সেগুলি বাদে সমস্ত রকম পণ্য ও পরিষেবা লেনদেনের ওপর একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যপর্যায়ের জি.এস.টি ধার্য হবে। এছাড়াও উভয় স্তরের জি.এস.টি–ই একই মূল্যমানের ভিত্তিতে ধার্য করা হবে। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক সহ যেভাবে পণ্যের মূল্যের ওপর রাজ্যপর্যায়ের মূল্য সংযোজিত কর বা ভ্যাট ধার্য হয় এক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সেই নীতি কার্যকর হবে না।

প্রশ্ন ৭. জি.এস.টি ব্যবস্হায় পণ্য ও পরিষেবার ওপর ধার্য কর কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলি একে ওপরের সঙ্গে যুগপৎ ব্যবহার করতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জি.এস.টি থেকে প্রাপ্ত অর্থ যুগপ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে রাজ্যপর্যায়ের জি.এস.টি থেকে প্রাপ্ত অর্থও যুগপৎ ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। তবে আন্তঃরাজ্য জি.এস.টি মডেলের আওতার বাইরে কেন্দ্র এবং রাজ্যপর্যায়ের জি.এস.টি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব বা অর্থ যুগপৎ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে না। আন্তঃরাজ্য জি.এস.টি–র মডেল বিষয়ে পরের প্রশ্নে বিস্তারিত ব্যাখা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ৮. আন্তঃরাজ্য জি এস টি–র পদ্ধতিতে আন্তঃরাজ্য লেনদেনের ওপর কিভাবে পণ্য এবং পরিষেবা কর ধার্য করা হবে?

উত্তর : আন্তঃরাজ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সংবিধানের ২৬৯এ (১) ধারা অনুসারে সমস্ত আন্তঃরাজ্য পণ্য ও পরিষেবার ওপর কেন্দ্র সংহত হারে পণ্য ও পরিষেবা কর ধার্য করবে। আন্তঃরাজ্য জি এস টি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় জি এস টি এবং রাজ্য পর্যায়ের জি এস টি–র মোট মূল্যের যোগফলের সমান হবে। সংহত জি এস টি ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এক রাজ্য থেকে আরেক

রাজ্যে ইনপুট ট্যাক্স থেকে প্রাপ্ত অর্থ অবাধে হস্তান্তরিত হতে পারে। আন্তঃরাজ্য বিক্রেতারা তাদের পণ্যের ওপর ধার্য সংহত জি এস টি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করবে। তবে, তার আগে তার পণ্য ক্রয়ের ওপর, সংহত জি এস টি, কেন্দ্রীয় জি এস টি এবং রাজ্য পর্যায়ের জি এস টি–র জন্য প্রদত্ত অর্থের হিসাব বাদ দেওয়া হবে। রপ্তানিকারী রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সংহত জি এস টি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাজ্য পর্যায়ের জি এস টি হস্তান্তর করবে। আমদানিকারক ব্যবসায়ী তাঁর নিজ রাজ্যে আউটপুট কর বাবদ প্রদেয় কেন্দ্রীয় জি এস টি এবং রাজ্য পর্যায়ের জি এস টি দেওয়ার আগে সংহত জি এস টি থেকে তার প্রাপ্ত অর্থ দাবি করবেন। কেন্দ্র, আমদানিকারক রাজ্যকে রাজ্য পর্যায়ের জি এস টি বাবদ অর্থ সংহত জি এস টি থেকে হস্তান্তর করবে। যেহেতু, জি এস টি একটি দূরত্বভিত্তিক কর, একটি পণ্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমস্ত রাজ্য পর্যায়ের জি এস টি সাধারণভাবে ভোক্তা রাজ্য পাবে।

প্রশ্ন ৯. জি এস টি রূপায়ণে তথ্যপ্রযুক্তি কেমনভাবে ব্যবহার করা হবে ?

উত্তর : দেশে জি এস টি রূপায়ণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি যৌথ উদ্যোগে লাভের জন্য নয় এই ধরনের একটি নথিভুক্ত পণ্য এবং পরিষেবা কর নেটওয়ার্ক বিষয়ক বেসরকারি কোম্পানি গ।ে তুলবে। এখান থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলিকে, করদাতাদের এবং অন্যান্যদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি–ভিত্তিক পরিকাঠামো এবং পরিষেবার সুবিধা প্রদান করা হয়। নথিভুক্ত পণ্য এবং পরিষেবা কর নেটওয়ার্ক বা জি এস টি এন করদাতাদের জন্য একটি প্রামাণ্য এবং সার্বজনীন ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠবে। এছাড়া, এখান থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারও পরিষেবা নিতে পারবে।

জি এস টি এন একটি অত্যাধুনিক এবং সার্বিক তথ্যপ্রযুক্তি–ভিত্তিক পরিকাঠামো হিসেবে কাজ করবে। এর মধ্যে সাধারণ জি এস টি পোর্টাল ছাড়াও সমস্ত করদাতাদের জন্য নথিভুক্তি, রিটার্ন জমা দেওয়া, অডিট, অ্যাসেসমেন্ট, আপিল করার ব্যবস্থা থাকবে। জি এস টি ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য সমস্ত রাজ্য, হিসাব–নিকাশ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিও তাদের নিজস্ব তথ্যপ্রযুক্তি–ভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিয়েছে।

এই ব্যবস্থায় অনলাইন পদ্ধতিতেই কেবলমাত্র সব ধরনের কর প্রদান করা যাবে। রিটার্ন ফাইলের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের হিসাবের গণ্ডগোল স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জানানো হবে। এই ক্ষেত্রে বাইরে থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। অধিকাংশ রিটার্নই হবে নিজস্ব হিসাব–ভিত্তিক।

ক্রমশঃ

উর্জিতের হাতে রাজনের ব্যাটন

পূর্বসুরীর দেখানো পথেই চলবেন প্যাটেল?

প্রদীপ্ত দাস

এই লেখা মুদ্রিত হয়ে প্রিয় পাঠকবৃন্দের হাতে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভারতীয় অর্থনীতির নিউক্লিয়াস বলে অভিহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর হিসেবে শপথ নেবেন উর্জিত প্যাটেল। যিনি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বকালের সেরা (বিশেষজ্ঞরা এমন তকমাই দিচ্ছেন) গভর্নর রঘুরাম রাজনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন প্যাটেল। ঘটনা হল উর্জিত সাহেব নিজেও রঘুরাম রাজনের নেতৃত্বে বিগত কয়েকবছর কাজ করেছেন। সেই হিসেবে এই পরিবর্তনটা নতুন কিছু আনার নয়। বরং রাজনের দেখানো পথ অনুযায়ী চলার পদক্ষেপও বলা যেতে পারে।

আর এখানেই হয়তো মস্ত ভুল করে ফেলব আমরা।। কারণ রঘুরাম রাজন স্বইচ্ছায় চলে গেলেন এটা আদৌ বলা যাবে না। তাঁকে একরকম শাসক দলের চাপেই সরতে হল। কারণ আর কিছুই নয়, জনমুখী রাজনীতি কিংবা কেন্দ্রের শিল্পপতিমুখী রাজনীতি এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনার পক্ষে ছিলেন রাজন সাহেব। তাঁর সাফ কথা ছিল বাজারের প্রয়োজনে সব দিক খতিয়ে দেখে তবেই সুদের হার কমানো হবে। শুধুমাত্র ক্রুড অয়েলের দাম নিচে বলে ক্রমাগত হারে সুদ কমানো ঠিক হবে না। কারণ লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতি পরে গিয়ে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখানেই শুরু হল তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রের সংঘাত। সুব্রমণিয়ম স্বামীর মতো নেতারা তো কথায় কথায় রাজনকে দুষতে শুরু করলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়। যে কোনও স্বাভিমানী ব্যাক্তির মতোই তিনি এর প্রতিবাদ করলেন। মোদ্দা কথা কেন্দ্রের চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন না কিছুতেই। তিনি বুঝিয়ে দিলেন দেশের অর্থনীতির মঙ্গলসাধন তার কাছে সব থেকে বড় অগ্রাধিকার। তিনি এমনভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে পরিচালিত করতে চান যাতে দেশের সর্বস্তরের মানুষ উপকৃত হয়। শুধুমাত্র বিত্তশালী বিশেষ সম্প্রদায় লাভ ওঠাক তিনি তা চান নি। দেশের আম আদমির কথাও এসেছে তাঁর চিন্তার সরণিতে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ভালোমতোই জানতেন মুদ্রাস্ফীতি নামক দানবকে একবার বোতলবন্দি করা গেলেও যে কোনও ভুল পদক্ষেপে তা ঝুলি থেকে বেরিয়ে

অর্থনীতি

আসতে পারে। তাছাড়া সুদের হার কমানোর একটা নিয়মাবলী রয়েছে। ধনশালী দেশের সঙ্গে তুলনা টেনে দেশের সরকার যতই সুদের হার নিম্নতলে আনার প্রয়াস চালাক না কেন, ভারতের মতো উন্নতশীল দেশে সবার পক্ষে ভারসাম্য আনতে পারবে না এই নীতি। এই গূঢ় কথাটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সর্বাগ্রে। যদিও সরকারের সঙ্গে (পড়ুন রাজনীতির কচকচির সঙ্গে অর্থনীতির পান্ডিত্য মেলাতে পারেন নি তিনি) তাল না মিলিয়ে, তাঁদের ইয়েসম্যান হয়ে থাকতে চান নি বলেই রাজন আপাতত চলে যাচ্ছেন শিক্ষার জগতে। এটাই তাঁর প্রাথমিক ইচ্ছা।

এখন দেখার রাজনের উত্তরসূরী উর্জিত প্যাটেল কি মনোভাব নিয়ে চলেন। এ দেশে চলতে গেলে রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে হবে তা অনস্বীকার্য। তাই বলে এর কাছে নতিস্বীকার করলে নিজের সুনাম তো বাড়বে নাই, দেশের অর্থনীতিও পড়বে সমস্যায়। আশা করি পূর্বসূরী রঘুরাম সাহেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে চলবেন প্যাটেল।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ সেপ্টেম্বর – ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

মেষ: মানসিক শান্তি এখনই আসবে না। উদ্বিগ্নভাব থেকেই যাবে। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভে আপনি কিছুটা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। লেখাপড়ায় শুভ হবে।

বৃষ: আয় ভালই হবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন এবং খরচের যোগও রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কবিত্ব শক্তি বা লেখনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।

মিথুন: কর্মে উন্নতি অথবা নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। অন্যের সঙ্গে বুঝে কথা বলবেন।

কর্কট: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে সকল কাজ সুন্দরভাবে করতে পারবেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহে শান্তি থাকবে না। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। কিন্তু দায়িত্ব বাড়বে। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও খরচ প্রচুর বাড়বে।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা–ভাবনা করবেন। কথাবার্তায় সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা বিপদে পড়তে পারেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষত্ব থাকবে।

কন্যা: নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। যাঁরা কর্ম করেন তাঁদের পদোন্নতির শুভ যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফলের যোগ। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। অযথা মাথা গরম করবেন না। জলপথে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

তুলা: বাধার মধ্যেও সাফল্যের আশা দেখতে পাবেন। আর্থিক মোটামুটি শুভ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। স্নেহ–প্রীতির যোগ থাকলেও ততটা শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের শুভ প্রভাবে অনেকটা এগিয়ে যেতে সমর্থ হবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক: লেখাপড়ায় শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে তেমন শুভ ফল আশা করা যায় না। মানসিক চঞ্চলতা থাকবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। রক্ত চাপের হ্রাস–বৃদ্ধি ঘটতে পারে। স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে সেদিক থেকে সজাগ থাকবে।

ধনু: ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। আয় মোটামুটি শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাতে আপনি লাভবান হবেন। আপনার চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিকতা থাকবে।

মকর: ব্যবসা–বাণিজ্যের দিক থেকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ লাভযোগ দেখা যায়, যোগাযোগমূলক কাজে ধীরে ধীরে হাত দিতে পারেন। পিতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক নয়, কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ। সাবধান না থাকলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষায় মিশ্রফল পাবেন।

কুম্ভ: লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে বাধা আসবে, গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ও বন্ধুত্ব যোগ শুভ ফলের নির্দেশ করে। সুন্দর মানসিকতার বিকাশ ঘটবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আর্থিক উন্নতিতে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে।

মীন: শিক্ষায় শুভ ফলের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় এবং কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। নতুন নতুন কাজের যোগাযোগ আসবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবনে। ভ্রমণে কোনও বাধা নেই।

৩২০ জুনিয়র অফিসার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উচ্চমাধ্যমিক ও আইটিআই থেকে পাশ : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার গ্রেড–II (টেকনিক্যাল) পদে ৩২০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। অঙ্ক ও ফিসিক্স অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা আইটিআই থেকে রেডিও টেকনিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড

কমিউনিকেশন ট্রেডের ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৪–৯–২০১৬'র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিধবা আর বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩২০টি (জেনাঃ ১৯০, ওবিসি ৪৩, তঃজাঃ ৫৭, তঃউঃজাঃ ৩০)। চাকরি হবে জেনারেল সেন্ট্রাল সার্ভিস, গ্রুপ সি নন গেজেটেড নন–মিনিস্ট্রিয়াল পদে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে : কলকাতা, শিলিগুড়ি, পাটনা, রাঁচী, শিলং, ভুবনেশ্বর, আইজল, গুয়াহাটি ও আগরতলায়। প্রথম পেপারে ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের এইসব বিষয়ে : জেনারেল স্টাডিজ/অ্যাওয়ারনেস, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, সায়েন্স, রিজনিং। দ্বিতীয় পেপারে ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের এইসব বিষয়ে : (১) ইংলিশ কমপ্রিহেনশন, (২) টেস্ট অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, এক কথায় প্রকাশ ইত্যাদি, (৩) টেস্ট অফ এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ও বিজ্ঞান। দুই পেপারে সময় থাকবে ২ ঘন্টা। সফল হলে ৪০ নম্বরের ট্রেড টেস্ট।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.mha.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন ৫০ কেবি'র মধ্যে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। এবার পরীক্ষা ফি বাবদ ৫০ টাকা চালানের মধ্যে জমা দিতে হবে। ওই চালান ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্ট করে নিয়ে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার কোনও শাখায় জমা দেবেন। তপশিলী ও মহিলাদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেবেন ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

ভেলে অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত হেভি ইলেক্ট্রিক্যালস লিমিটেড 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে কিছু লোক নিচ্ছে। আইটিআই থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, ফিটার, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, মেশিনিস্ট, মেশিনিস্ট গ্রাইন্ডার, মোটর মেকানিক ভেহিক্যাল, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, টার্নার, ওয়েল্ডার ও মেকানিক ডিজেল ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। দরখাস্ত দেখে বাছাই প্রার্থীদের মেধার

কাজের খবর

ভিত্তিতে তালিকা তৈরি হবে। কবে কোথায় কোন কেন্দ্রে ট্রেনিং হবে তা ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.apprenticeship.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। এবার ওই দরখাস্ত ডাকে পাঠাতে হবে। তখন সঙ্গে দেবেন : (১) বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল, (২) কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল। দরখাস্ত–ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for Trade Apprentice' দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ঠিকানায় : The Manager/ HR-RMX, HRM Dept. Ground Floor, Administrative Building, BHEL, BHEL, RC Puram, Hyderabad-502032.

'গেট' পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তির জন্য 'গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং (গেট)' পরীক্ষার দরখাস্ত নেওয়া হচ্ছে। এবার এই পরীক্ষা নেবে রুরকির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশের পর ইঞ্জিনিয়ারিং/টেকনোলজি/আর্কিটেকচার (৪ বছর)' এর ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। এবছরের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থীরাও যোগ্য। সায়েন্সের ৪ বছরের ফাইনাল (বিএসসি) প্রার্থীরাও যোগ্য।

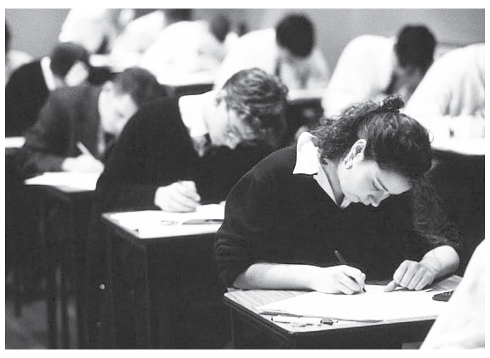

সায়েন্স, অঙ্ক, স্ট্যাটিস্টিক্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশ বা এবছরের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থীরাও যোগ্য। মাস্টার ডিগ্রি কোর্সের ৪ বা ৫ বছরের কোর্স পাশ কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং বা, টেকনোলজির ডুয়াল কোর্স পাশরাও যোগ্য। ইন্টিগ্রেটেড এম এসসি'র ৫ বছরের ফাইনাল বর্ষের প্রার্থী কিংবা ইন্টিগ্রেটেড বি.এসসি/এম.এসসি'র ৫ বছরের কোর্স পাশরাও যোগ্য। 'গেট' পরীক্ষার স্কোর কার্ডে মেয়াদ থাকবে ৩ বছর।

প্রার্থী বাছাই হবে 'GATE-2017'র মাধ্যমে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে ৪, ৫, ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি। এইসব কেন্দ্রে : বালাসোর, বেরহামপুর (ওড়িশা), ভিলাই, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, কটক, শিলিগুড়ি, শিলং, হুগলি, কাঁকিনাড়া, কল্যাণী, আসানসোল–দুর্গাপুরা, ধানবাদ, গ্যাংটক, গুয়াহাটি, ইম্ফল, জোড়হাট, পাটনা, শিলং, তেজপুর, জামশেদপুর, খড়্গপুর, কলকাতা, রায়পুর, রাঁচী, রৌরকেল্লা, সম্বলপুর, বিশাখাপত্তনম। অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন, ৫ জানুয়ারির পর থেকে। পরীক্ষা কেন্দ্র বদল করতে পারবেন ১৬ নভেম্বরের মধ্যে। ফল বেরোবে ২৭ মার্চ।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.gate,iitr.ernet.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩.৫×৪.৫ সেমি মাপের), সিগনেচার ও যাবতীয় প্রমাণপত্র ইত্যাদি স্ক্যান করে নেবেন। তখন পরীক্ষা ফি বাবদ ছেলেদের বেলায় ১,৫০০ (মহিলা, তফসিলি ও প্রতিবন্ধী হলে ৭৫০) টাকা দিতে হবে অনলাইন নেট ব্যাঙ্কিং/ই–চালানের মাধ্যমে। চালান ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। টাকা জমা দেবেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে। আরও বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইটে।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সঙ্কটে তাঁত শিল্প

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলায় সঙ্কটে ভুগছে তাঁত–তসর শিল্প। তাদের দিকে কেউ তাকায় না বলে অভিযোগ। ঢাকার মসলিনের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার জন্য বিখ্যাত গ্রাম বাণীওড়। অর্থাভাব ও সরকারি কুটির শিল্পের উদাসীনতায় তাঁত শিল্পীরা অন্যপেশায় নিযুক্ত। শুধুমাত্র৩–৪টি পরিবার শিল্প বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। মুর্শিদাবাদে তসর ও তাঁতবস্ত্রের কদর ছিল। ৭ আগস্ট দ্বিতীয় তাঁত দিবস সাড়ম্বরে পালিত হল। কিন্তু অন্ধকারে রয়েছে বীরভূম জেলার তাঁতশিল্পীরা। বীরভূমি জেলার তাঁতিপাড়া, বাণীওড়, বিষ্ণুপুর, বসোয়া গ্রামগুলি একসময় বিখ্যাত ছিল তাঁতশিল্পের জন্য। কিন্তু বর্তমানে যা লুপ্তের পথে পা বাড়িয়েছে।

ভুল চিকিৎসায় উত্তপ্ত বোলপুর নার্সিংহোম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুল চিকিৎসা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বীরভূম জেলার বোলপুর এলাকার একটি নার্সিংহোম। পা ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয় দুই আদিবাসী মহিলা রোগী। অভিযোগ পায়ের চিকিৎসা না করে তাদের চোখে অপারেশন করা হয়। এই ব্যাপারে অনেকে দালাল চক্রের হদিশ পাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনার টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে। ইলামবাজার থানার গোপালনগর গ্রামের দুই আদিবাসী মহিলা পাকু বেসরা ও চম্পা সোরেন পা, পেটে ব্যথা নিয়ে চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোমে যায়। তাদের নার্সিং হোমে ভর্তি করে চোখের অপারেশন করা হয়। পরিবারের লোকজন নার্সিংহোম ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ।

সাপের কামড়ে মৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : সোমবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় এক গৃহবধূর। জখম হয় গৃহবধূর স্বামী মহাদেব এবং ছেলে সৈকত ঘোষও। মৃত গৃহবধূর নাম চন্দ্রাণী ঘোষ (৫০)। জখম দুজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে সুন্দরবনের সন্দেশখালি থানার জেলিয়া খালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৮ আগস্ট গভীর রাতে চন্দ্রাণীর ডান হাতে সাপে দংশন করে। কিছুক্ষণ পরে সাপটি মহাদেবের পায়ের আঙুলে এবং সৈকতের বাঁ হাতেও দংশন করে। চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। তারা জখম ৩ জনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসকরা চন্দ্রাণী ঘোষকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সৈকত ভেন্টিলেশনে আছে। মহাদেব ঘোষের অবস্থার

কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে কালাচ সাপে দংশন করেছে ৩ জনকে।

মা–ছেলের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া থানার বাসিন্দা মা জানকি শর্মা সহ ছেলে প্রদীপ শর্মার মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে। যা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। গত রবিবার খোলা ঘর থেকে দুর্গন্ধ পাওয়ায় স্থানীয় মানুষজন হাওড়া থানা পুলিশে খবর দেয়। মা ছেলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করলেন না তারা খুন হয়েছেন পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছেন।

টিটাগড়ে ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই ছিনতাইবাজের খপ্পরে পড়ে গলার চেন খুলে সর্বস্বান্ত হলেন এক ব্যক্তি। প্রতিদিনের মতো গত বুধবার খুব ভোরে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের এক বাসিন্দা। সেই সময় দুই ছিনতাইবাজ গলার হার ধরে টান মেরে ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। পিছন পিছন তাড়া করেও দুই ছিনতাইবাজের কোনও হদিশ পাওয়া যায় নি। টিটাগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেন। অন্য দিকে ওই দিনই নিক্কোপার্কের কাছে এক ব্যক্তির গলার চেন ছিনতাই করে পালাবার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় এক দুষ্কৃতী। তার কাছ থেকে গুলি, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। সপ্তাহখানেক আগে নিউটাউনের একজনের গলার হার ছিনতাই করবার অভিযোগ রয়েছে এই ছিনতাইবাজের বিরুদ্ধে বলে বিধাননগর থানার পুলিশ জানায়।

আগুনে পুড়ে মৃত ৩টি গরু

বিশেষ প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত ২৮ আগস্ট রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুনে ৩টি গরু, দুটি ঘর এবং ৩০টি হাঁসমুরগী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং এর গোপালপুর পঞ্চায়েতের গলাডহরা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে চিত্ত হালদার তাঁর গোয়ালঘরে ধোঁয়া দেন। পরে আর আগুন নেভাননি। সেই থেকে এমন অগ্নিকান্ড।

পরদিন সকালে এ খবর শুনে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আকচার মন্ডল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি দুটি ত্রিপল, নগদ এক হাজার টাকা ও কিছু জিনিসপত্র চিত্ত হালদারের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসেন। আকচারবাবু বলেন আগামী দিনে চিত্ত হালদার যাতে সরকারিভাবে সাহায্য পান তার চেষ্টা করা হবে।

বিপন্ন মৎস্যজীবীদের ভরসা এখন সমুদ্র আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : এ যেন লাশের মিছিল। যত দিন যাচ্ছে বঙ্গোপসাগর থেকে একের পর এক উদ্ধার হচ্ছে 'এপার বাংলা ও ওপার বাংলা'–র মৎস্যজীবীদের দেহ। পরিসংখ্যান বলছে, গত দু'মাসে গভীর সমুদ্র থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৯ জন মৎস্যজীবীর দেহ। নিখোঁজের সংখ্যা বহু। এরই মধ্যে বুধবার বেলা বাড়তেই ফের আকাশ ফের কালো মেঘে ঢেকে যায়। এরপর দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আতঙ্ক আরও চেপে বসেছে কাকদ্বীপ, নামখানা–ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, সাগর, রায়দিঘি, কুলতলি এলাকার মৎস্যজীবীদের মনে। মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, এই খারাপ আবহাওয়া না কাটা পর্যন্ত আতঙ্কে নতুন করে কোনও ট্রলার আর গভীর সমুদ্রে যেতে চাইছে না। অন্যদিকে গভীর সমুদ্রে উত্তাল ঢেউয়ের মুখে পড়ে মাছ ধরতে থাকা বাকি মৎস্যজীবীরা আতঙ্কিত হয়ে ট্রলার নিয়ে মোহনায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। বারে বারে গভীর সমুদ্রে দুর্যোগের মুখে পড়ে মৎস্যজীবীদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অকালে প্রাণ যাওয়ায় উদ্বিগ্ন তাদের পরিবার ও পরিজনেরা। কাকদ্বীপ মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক বিজন মাইতি জানান, 'ঘর পোড়া গরু আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলে যেমন ভয় পায় ঠিক তেমনি মৎস্যজীবী ও তাদের পরিবার–পরিজনেরাও আকাশে মেঘ দেখলে দুর্যোগের ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠছেন। মৎস্যজীবীদের মধ্যে আজকের এই আতঙ্কের পরিবেশটা তৈরি করেছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর যদি ঠিক মতো সতর্ক বার্তা দিত, তাহলে গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের দুর্যোগের মুখে পড়তে হতো না।'

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে টানা দুর্যোগের মুখে পড়ে ৯ আগস্ট ভোররাতে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল এরাজ্যের বেশ কয়েকটি ট্রলার সহ শতাধিক মৎস্যজীবী। পরে ধাপে ধাপে ট্রলার সহ মৎস্যজীবীদের খোঁজ

মিললেও এফবি মা মহাগৌরী ও এফবি প্রসেনজিৎ ওয়ান নামক দুটি ট্রলার সহ ৩১ জন মৎস্যজীবীর কোনওরকম খোঁজ ছিল না। পরে বাংলাদেশের জলসীমানার মধ্যে ডুবন্ত মা মহাগৌরী ট্রলারের সন্ধান মেলে। প্রশাসন সূত্রের খবর, গত ১৩ তারিখ শনিবার তিন মৎস্যজীবী জীবিত অবস্থায় ও পাঁচ মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। গত ১৬ তারিখ মঙ্গলবার বাংলাদেশের জলসীমানায় ডুবন্ত এফবি মা মহাগৌরী নামক ট্রলারের কেবিন থেকে আরও ৩ মৎস্যজীবীর দেহ মেলে। এখনও খোঁজ নেই এফবি প্রসেনজিৎ ওয়ান নাম ট্রলার সহ ২০ জন মৎস্যজীবীর। নিখোঁজরা সকলেই কাকদ্বীপ এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে গত ১৭ আগস্ট একইরকম ভাবে টানা দুর্যোগের মুখে পড়ে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে থাকা বাংলাদেশের চারটি ট্রলার। দুটি ট্রলার সহ ৩১ জন মৎস্যজীবী জল সীমানা পেরিয়ে বকখালির কাছে চলে আসে। খবর পেয়ে কাকদ্বীপের মৎস্যজীবীরা উদ্ধার করে তাদের।

একই সঙ্গে এফবি নাহিম নামে বাংলাদেশের আরও একটি ট্রলার সহ ১৮ জন মৎস্যজীবীকে সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্টের কাছ থেকে উদ্ধার করে কুলতলির মৎস্যজীবীরা। মৎস্যজীবী সংগঠন সূত্রের খবর, তখন থেকেই নিখোঁজ ছিল বাংলাদেশের এফবি নুরে আলম নামক ট্রলার সহ ১৬ জন মৎস্যজীবী। মঙ্গলবার সকালে বকখালি থেকে বেশ কিছুটা দূরে বঙ্গোপসাগরে নামখানার মৎস্যজীবীদের ফেলা জালে আটকায় ডুবন্ত নুরে আলম ট্রলারটি। মৎস্যজীবীরা ডুবন্ত ট্রলারটিকে টেনে আনে পাথরপ্রতিমার ব্রজবল্লভপুরের কাছে মাথাভাঙা নদীর মোহনায়। এরপর খোঁজ নেই ওই ট্রলারের ৯ জন মৎস্যজীবীর। কাকদ্বীপের বাসিন্দা মৎস্যজীবী সমর দাস ও ভক্ত মাইতি বলেন, 'বঙ্গোপসাগর থেকে যেন লাশের মিছিল আসা শুরু হয়েছে। এখনও আমাদের অনেক বন্ধু নিখোঁজ রয়েছে। তারা সকলেই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিল। তাদের পরিবার এখন অথৈ জলে। ফলে আমরাও ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। এই পেশা ছেড়ে এখন অন্য পেশার কথাও ভাবতে হচ্ছে আমাদের। জানি না, শেষমেষ কি হবে?' তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সহকারি মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক) সুরজিৎ বাগ জানান, 'গত জুলাই মাসে ৪ মৎস্যজীবী ও আগস্ট মাসে ৮ মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২০ জন মৎস্যজীবীর কোনও খোঁজ নেই। বাকিদের খোঁজ চলছে। মৎস্যজীবীদের কাছে দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা পৌঁছে দিতে আবহাওয়া দফতরকে আরও সক্রিয় হতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে মৎস্যজীবীদেরও।'

রাস্তার দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : আগেই ইঁট উঠে গিয়ে রাস্তার মাটি বেরিয়ে পড়েছিল। রাস্তা বলতে এখন খানাখন্দে ভরা। বর্ষার শুরু থেকে বৃষ্টিতে রাস্তার উপরের খানাখন্দে জল জমে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে। এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে গত তিন বছরে স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন থেকে এলাকার বিধায়ককে একাধিকবার জানানো হয়েছে। তারপরও কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। ফলে সোমবার দুপুরে বেহাল রাস্তা মেরামতের দাবিতে ডায়মন্ড হারবার ১ নম্বর ব্লকের ধনবেড়িয়া–কানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বনবাদুরপুর মোড়ে ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা। ঘন্টা খানেকের বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পরে খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি গৌতম মিত্রের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে গ্রামবাসীদেরকে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, 'স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন থেকে এলাকার বিধায়ক দীপক হালদারকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। আজও কোনও সুরাহা মেলেনি। মেরামত হয়নি সেই বেহাল রাস্তার। প্রশাসনের হুঁশ ফেরাতে তাই সমস্ত বাসিন্দারা মিলে বনবাহাদুরপুর থেকে স্থানীয় পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত প্রায় তিন কিমি বেহাল রাস্তা দ্রুত মেরামতের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি।' তবে ডায়মন্ড হারবারের ১ নম্বর ব্লকের বিডিও নবনীপা সেনগুপ্ত জানান, 'বিষয়টি আমার নজরে ছিল না। খোঁজ খবর নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ডায়মন্ড হারবার শহরের অদূরেই এই বনবাহাদুরপুর গ্রাম। বনবাহাদুরপুরের বাসিন্দারা ছাড়াও আশেপাশের বোলসিদ্ধি, ধনবেড়িয়া, হাঁসডোগরা, গৌরীপুর, লালবাটি মিলিয়ে প্রায় হাজার দশেক মানুষকে নিত্যদিন এই বেহাল রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। বাম আমলে ইঁটের রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে থেকেই ইঁট উঠে গিয়ে রাস্তার মাটি বেরিয়ে পড়েছিল। রাস্তা বলতে এখন অজস্র খানাখন্দে ভরা। এক পশলা বৃষ্টিতেই প্যাচ প্যাচে কাদা হয়ে যায় রাস্তা জুড়ে। ফলে গাড়ি চালানো তো দূরের কথা, রাস্তাতে সাইকেল চালানো বিপদজ্জনক হয়ে উঠেছে। গ্রামের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও বাকি ছাত্রছাত্রীদের এই বেহাল রাস্তা পেরিয়ে হাইস্কুল ও কলেজে যেতে হয়। প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে রাস্তার কাজ শুরু কথা ছিল। প্রকল্পের ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল প্রায় দু'লক্ষ টাকা। কিন্তু আজও কাজ শুরু হয়নি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। বিক্ষোভকারী কার্তিক মন্ডল ও অক্ষয় হালদারদের অভিযোগ, 'বাড়ির ছেলে–মেয়েরা স্কুল থেকে সাইকেল পেয়েছে। কিন্তু এই বেহাল রাস্তায় চালাতে পারছে না। এমনকি এই বেহাল রাস্তার জন্য এলাকার অনেক মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত আটকে যাচ্ছে। অনেক সময় এই রাস্তা পেরিয়ে বাড়িতে না এসে ফিরে যায় আত্মীয়–স্বজনরা।' অন্যদিকে কলেজ ছাত্রী রাখি মন্ডলের অভিযোগ, 'এলাকার ছাত্রছাত্রীদের হাইস্কুল ও কলেজে যেতে হলে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। এছাড়া কেউ অসুস্থ হলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও ছোট খাটো দুর্ঘটনা লেগেই রয়েছে।' তবে ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার জানান, 'ওই রাস্তার সমস্যা ছিল। কাজও শুরু হয়েছিল। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল। কিন্তু কাজ বন্ধ হওয়ার কথা জানতাম না। দ্রুত ওই গ্রামের বাসিন্দা ও কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হবে।'

গ্যাস চুরি...

রান্নার গ্যাস নিয়ে জুয়াচুরি ঠেকাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা কৌশলের অভাব নেই। এর জন্য চালু হয়েছে অনলাইনে গ্যাস বুকিংয়ের ব্যবস্থা। এমন কি গ্যাসের ভর্তুকির টাকাটাও জমা পড়ছে সরাসরি ব্যাঙ্কে। নতুন গ্যাসের কানেকশন নিতে গেলে গ্যাস কোম্পানিগুলোর নানা বায়নাক্কা। প্রধানমন্ত্রী তো গ্যাসের ভর্তুকি দান করতে নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছেন। অনেকে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভর্তুকি ছেড়েও দিচ্ছেন। কিন্তু উপরের ছবিটি বলে দিচ্ছে গ্যাসের জুয়াচুরি এখনও অব্যাহত। নামখানা থেকে বকখালি যাওয়ার পথে প্রতিদিনই দেখা মিলবে এমন গ্যাসচালিত যাত্রী গাড়ি যা চলছে রান্নার গ্যাস চুরি করে। পুলিশ প্রশাসন সবাই নির্বিকার। ছবি: শিবশঙ্কর আচার্য

টোকাটুকিতে বাধা দেওয়ায় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : টোকাটুকিতে বাঁধা দেওয়ায় এবার পরীক্ষার হলের মধ্যেই কলেজের এক অধ্যাপিকাকে হেনস্থার পাশাপাশি কলেজে ব্যাপক ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল মগরাহাট কলেজের প্রথম বর্ষের একদল ছাত্রের বিরুদ্ধে। বাধা দিতে এলে ছাত্রদের মারে জখম হয়েছেন কলেজের অশিক্ষক কর্মচারি উত্তম বসু। এমনকি মারমুখী ছাত্ররা বাঁশ ও লাঠি নিয়ে কলেজের ল্যাবরেটরিতে ঢুকে ভাঙচুরের পর কলেজ ক্যাম্পাসের একটি টিউবওয়েল, স্মৃতি সৌধ ও দাঁড় করানো অধ্যাপিকার একটি গাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি গৌতম মিত্র বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে কলেজে যান পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা ছাড়াবে বলে দাবি করেছেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোকুলানন্দ গোস্বামী। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজে। ঘটনায় জখম কলেজের অশিক্ষক কর্মচারি উত্তম বসুকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার ব্যাপারে মগরাহাট কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে ভাঙচুরের পর খবর পেয়ে মগরাহাট কলেজের দুই শিক্ষাকর্মী ফকিরচাঁদ কলেজে এসে সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। এই ঘটনার পর ফকিরচাঁদ কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা ভীষণভাবে আতঙ্কিত। প্রতিবাদ জানিয়েছে ফকিরচাঁদ কলেজের ছাত্র সংসদ। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে কলেজের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক অমিত সাহা বলেন, 'প্রত্যেক বছর

মগরাহাট কলেজ

পরীক্ষার সময় কিছু না কিছু গন্ডগোল করে মগরাহাট কলেজের একাংশ ছাত্র। এবারও তাই করল। পরীক্ষার হলে টুকতে না দেওয়ায় এক শিক্ষিকাকে হেনস্থার পাশাপাশি এক অশিক্ষক কর্মচারিকে মারধর করেছে। এছাড়াও কলেজের সামগ্রীও ভেঙেচুরে দিয়েছে।' একই সঙ্গে ঘটনার নিন্দা জানিয়ে স্থানীয় বিধায়ক দীপক হালদার জানান, 'ছাত্রদের কাছে এমন ব্যবহার আশা করা যায় না। বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে।' যদিও রাত পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

কলেজ ও পুলিশ সূত্রের খবর, মগরাহাট কলেজের বিএ প্রথম বর্ষের পরীক্ষার সিট পড়েছিল ফকিরচাঁদ কলেজে। এদিন ছিল ইতিহাস পরীক্ষা। প্রথমার্ধের পরীক্ষা চলাকালীন টোকাটুকি করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে বেশ কিছু ছাত্র চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। অভিযোগ, দুপুর ১ টা নাগাদ পরীক্ষা শেষে একদল পড়ুয়া হলের মধ্যে অধ্যাপিকাকে আটকে হেনস্থা শুরু করে। বাধা দিতে এসে মারমুখী ছাত্রদের হাতে জখম হন কলেজের অশিক্ষককর্মী। এরপর বাঁশ ও লাঠি নিয়ে বেশ কিছু ছাত্র কলেজের ভেতরে তান্ডব চালায় বলে অভিযোগ। যদিও ফকিরচাঁদ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোকুলানন্দ গোস্বামী জানান, 'পরীক্ষার শুরু থেকে টোকাটুকি করতে দিতে হবে এই দাবি নিয়ে বেশ কিছু ছাত্র গন্ডগোলের চেষ্টা করেছিল। প্রথমার্ধের পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্র কলেজের মধ্যে ভাঙচুর শুরু করে ওই ছাত্ররা। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ দু'লক্ষ টাকার বেশি।'

গ্যাসে ভর্তুকি আরও মুছলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রের বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনায় যে 'নীতি' গ্রহণ করেছে, তা যথার্থ ভাবে মান্য করা হচ্ছে বলে রাজনৈতিক ইতিহাসবিদদের মত। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম নীতি ভর্তুকি কমাও বা শূন্যে নামিয়ে আনা। সেই লক্ষ্যে রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি ১ সেপ্টেম্বর থেকে কমে দাঁড়ালো ৬৩.৯৪ টাকায়। এদিন থেকে ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম গত আগস্টের দামের সঙ্গে ১.৯৭ টাকা বেড়ে হয়েছে ৪২৭.০৬ টাকা। এরই সঙ্গে এদিন থেকে ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম ২৩ টাকা কমে নয়া দর হয়েছে ৮৯১ টাকা। প্রসঙ্গত, গত ১ আগস্টে ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম ৫১.৫০ টাকা কমিয়ে নতুন দর হয়েছিল ৫১৪ টাকা। এবং ওই দিন থেকে ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ে ৫.৯১ টাকা হয়।এদিকে এদিন থেকে কেরোসিন তেলের দাম বেড়েছে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে নয়া দর লিটার প্রতি ১৭.৩০ টাকা। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার কেরোসিনে লিটার প্রতি সমপরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিয়ে থাকে।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য বর্তমান এনডিএ সরকারের ভাবনা ধীরে ধীরে এই ধরনের ভর্তুকিজাত বিষয়গুলিকে যতোটা সম্ভব দেশ থেকে মুছে ফেলা। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা সফল হয়েছে বলা যায়। একদিকে যেমন সকলের জন্য ভর্তুকির গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছে তেমনি আবার অন্য দিকে ভর্তুকির অর্থ দান করতে আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তি এরফলে গ্রামের প্রত্যন্ত মানুষগুলোকে গ্যাসের আওতায় আনা।

মহানগরে

সম্প্রতি কলকাতার আয়কর ভবনে মোটর ভেহিকেলস ডিলারদের লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। এতে উপস্থিত হয়েছিলেন গাড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আধিকারিকরা। তাদের সঙ্গে আয়কর দফতরের তালমিল নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হল এদিনের সভায়। গাড়ি কিনলে ক্রেতার প্যান নম্বর নেওয়া আবশ্যিক। প্যান নম্বর না থাকলে ১১৪সি ধারায় ৬০ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হবে বিক্রেতাকে। যাতে থাকবে ক্রেতার বিস্তারিত বিবরণ। নগদে ২ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনলে ক্রেতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আয়কর দফতরকে জানানো বাধ্যতামূলক হবে এবার থেকে। –নিজস্ব চিত্র।

নাইট শেল্টারকে আড়ালে রেখে কলকাতা লন্ডন হচ্ছে

বরুণ মন্ডল

২০১১–এর জনগণনা অনুযায়ী কলকাতা শহরের প্রকৃত লোকসংখ্যা ৪৫, ৬৭, ৫৩৫ জন। আর কলকাতা পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্যানুযায়ী কলকাতা শহরে এ মুহূর্তে প্রায় ৭০ হাজার শহরবাসী খোলা আকাশের নীচে বাস করেন। এর মধ্যে আবার প্রায় ২৫ হাজার শহরবাসী শহরের ঝকঝকে তকতকে পেভার ব্লকে মোড়া ফুটপাতে রাত কাটান। এই ফুটপাতে রাত কাটানো শহরবাসীদের জন্যই আবার একবার সৌন্দর্যে ও নিরাপত্তায় ভারতের সেরা শহরের স্বীকৃতিতে চোনা পড়লো। শহরের সৌন্দর্যায়ন হচ্ছে ফুটপাথবাসীদের জীবনযন্ত্রণাকে চাপা রেখে। ফল স্বরূপ, যা হওয়ার তাই একদিন না একদিন সেই জীবনযন্ত্রণা প্রকাশ পেল। অমানবিক অত্যাচার সইতে হল মৃত্যু দিয়ে। দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এক রায়ে জানায়, কোনও শহরে খোলা আকাশের নীচে যাতে শহরবাসীর রাত কাটাতে না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে নিজ নিজ স্থানীয় প্রশাসনকেই। গত ২০১০

সালে এই ঐতিহাসিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, ছোট বড় প্রত্যেক শহরে ফুটপাথবাসীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ 'রাত্রি নিবাস' গড়ে তুলতে হবে।

যেখানে শৌচাগার, পানীয় জল, বিছানার সুব্যবস্থাও থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় (২০১২ সালে) একলক্ষ শহরবাসী প্রতি একটি করে নাইট শেল্টার গড়তে হবে। এবং প্রতি নাইট শেল্টার কমপক্ষে ১০০ জন আবাসিক একসঙ্গে বসবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে। কলকাতায় ৪৫ লক্ষের অধিক লোক এমুহূর্তে বাস করেন। অতএব কম করে ৪৫টি রাত্রি নিবাস থাকার কথা। কিন্তু এ মুহূর্তে আছে মাত্র ২টি। একটি গ্যালিফ স্ট্রিটে আর দ্বিতীয়টি চেতলায় দেশের খাবার বাসস্টপের সন্নিকটে (ওয়ার্ড নম্বর ৮২)।

এদিকে মহানাগরিক তথা মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি পুর অধিবেশনে জানান, নিরাশ্রয় মানুষদের জন্য কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের প্রতি ওয়ার্ডে একটি নাইট শেল্টার বানানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। এদিকে ভবানীপুরের নর্দান পার্কে ১৪০০ ১,৪০০ বর্গফুটের একটি শেল্টার তৈরি হয়েছে। সেখানে প্রায় ১০০ জনের থাকা শৌচাগারের সঙ্গে অন্যান্য সুবিধা রয়েছে। এছাড়া ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, পুলিশ ঘটিক রোড (ওয়ার্ড নম্বর ৫৮) এবং কালীঘাটে (ওয়ার্ড নম্বর ৮৮) পুর উদ্যোগে রাত্রি নিবাস তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫৫০ জন ফুটপাথবাসীর থাকার ব্যবস্থা কলকাতায় এ মুহূর্তে তৈরি হয়েছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৩ সেপ্টেম্বর – ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

শিল্প ধর্মঘট মোটের ওপর ব্যর্থ রাজ্যে

আবার একটা ধর্মঘট। অবশ্য একে ব্যতিক্রমী বনধ বলা যেতেই পারে। কারণ আগে যে ধরণের হরতাল দেখতে আমাদের রাজ্যবাসী অভ্যস্ত ছিল সেই সংস্কৃতির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা দিন কাটালো পশ্চিমবঙ্গ। তামাম ভারতের প্রেক্ষিতে হয়তো কয়েকটা রাজ্যে (দক্ষিণ ভারতেই বেশি) সাড়া ফেলেছে এদিনের শিল্প ধর্মঘট। কিন্তু এই রাজ্যে কার্যত সুপার ফ্লপের আখ্যা পেল এই বনধ। বিরোধীদের তরফে সরকারি ক্ষমতার সাহায্যে বনধ আটকানোর তত্ত্ব আউড়ানো হলেও সরকারি কর্মচারি এবং অন্যান্য মানুষের রাস্তায় নামা দেখে ধর্মঘট উপেক্ষা করার প্রবণতাই জোরদার হয়ে উঠল। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে চিত্রটা পরিস্কার হবে। ধর্মঘট চলাকালীন দুপুর নাগাদ আমার এক সহপাঠী যিনি আবার এই মুহূর্তে কলকাতার এক নামি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক তার অনুরোধ এল কলকাতার কোনও রাস্তায় বনধের আবহে ক্রিকেট বা ফুটবল চলছে চুটিয়ে এমন কোনও দৃশ্য আমার নজরে এসেছে কিনা। সত্যি বলতে কি চারিপাশে বা ঘন্টাখানেক ঘুরেও এমন কোনও ছবি চোখে পড়ল না। কোথাও কোথাও রাস্তা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা মনে হলেও ফুটবল বা ব্যাট-বল হাতে নিয়ে নামার কোনও অবকাশ কিছুতেই দৃষ্টিগোচর হল না। অথচ আগে বাম জমানায় সিপিএম-এর নেতৃত্বে বনধ সর্বাত্মক করার নানা অপচেষ্টা লক্ষ্য করেছি। এমনকি তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূলের ডাকা বনধে তাদের জঙ্গিপনাও দেখেছি একাধিকবার। তফাৎ একটাই তখন কি শাসক আর কি বিরোধী সবার ডাকা ধর্মঘটই সাফল্যের মুখ দেখত প্রায়শই। তখনকার একটা কথা রীতিমতো মুখে মুখে ফিরত। যেই বনধ ডাকুক না কেন, মানুষ ঝুঁকি নিয়ে বাইরে বেরতে চায় না। কেই বা নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে চাইবে। অথচ এবারের বনধ নিয়ে সাধারণ মানুষের একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ভালো মতো কর্ণগোচর হল। সেটা হল বনধ করে কি হবে, মানুষের কি কোনও উপকারে লাগবে? অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হলেও জনতা-জনার্দনও কিছুতেই চাইছেন না এই সর্বনাশা ধর্মঘট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন কেন বনধ করতেন তা নিয়ে বিরোধীরা খুব সোচ্চার হচ্ছেন। পাশাপাশি এটাও ঠিক মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কড়া হাতে তিনি যেভাবে বনধ-হরতাল বন্ধ করার পথে হাঁটছেন তা সাধারণ মানুষের কাছে দারুণ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে বিদেশের কোনও বনধের ছবি দেখছি যেখানে ধর্মঘট মানে দ্বিগুণ উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতীকি প্রতিবাদ সংগঠিত করা। এই রাজ্যে যদিও বনধের আংশিক প্রভাব পড়েছে তাও নির্দ্বিধায় বলা চলে আস্তে আস্তে দৃশ্যপট অনেকটাই ইতিবাচক হয়ে উঠছে। ফিকে হয়ে যাচ্ছে শেষ হাতিয়ার হিসেবে পরিচিত হরতাল বা বনধ।

অমৃত কথা

অথবা ভারতমধ্যস্থ বা ভারতবহির্ভূত দেশবিশেষ নিবাসী একটি বিরাট জাতি নৈসর্গিক নিয়মে স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইউরোপাদি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারা শ্বেতকায় বা কৃষ্ণকায়, নীলচক্ষু বা কৃষ্ণচক্ষু, কৃষ্ণকেশ বা হিরণ্যকেশ ছিলেন-কতিপয় ইউরোপীয় ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য ব্যতিরেকে, এই সকল সিদ্ধান্তের আর কোনও প্রমাণ নাই। আধুনিক ভারতবাসী তাঁহাদের বংশধর কিনা, অথবা ভারতের কোন জাতি কত পরিমাণে তাঁহাদের শোণিত বহন করিতেছেন, এ সকল প্রশ্নেরও মীমাংসা সহজ নহে।

অনিশ্চিতত্বেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই।

তবে, যে জাতির মধ্যে সভ্যতার উন্মীলন হইয়াছে, যেথায় চিন্তাশীলতা পরিস্ফুট হইয়াছে সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ তাঁহাদের বংশধর মানসপুত্র তাঁহাদের ভাবরাশির চিন্তারাশির উত্তরাধিকারী উপস্থিত। নদী, পর্বত, সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেশকালের বাধা যেন তুচ্ছ করিয়া সুপরিস্ফুট বা অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সূত্রে ভারতীয় চিন্তারুধির অন্য জাতির ধমনীতে পঁহুছিয়াছে এবং এখনও পঁহুছিতেছে। হয়তো আমাদের ভাগ্যে সার্বভৌমিক পৈতৃকসম্পত্তি কিছু অধিক।

ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিভূষিত একটি ক্ষুদ্রদেশে, অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল অধ্যবসায় সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্বক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন।

অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে যবন বলিত, ইঁহাদের নিজনাম-গ্রীক।

মনুষ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় অলৌকিক বীর্যশালী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। যে দেশে মনুষ্য পার্থিব বিদ্যায় সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, দেশশাসন, ভাস্কর্যাদি শিল্পে অগ্রসর হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, আমরা আধুনিক বাঙালী আজ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া ঐ যবন গুরুদিগের পদানুসরণ করিয়া ইউরোপীয় সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাঁহাদের যে আলোটুকু আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের গৃহ উজ্জ্বলিত করিয়া স্পর্ধা অনুভব করিতেছি।

ফেসবুক বার্তা

মাত্র কদিন আগেই জন্মতিথি গেল হাসির সম্রাট ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজ্ঞানসাধক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অন্যতম প্রিয় ছাত্রটির আবার পছন্দের বিষয় ছিল পদার্থবিজ্ঞান। এহেন সেই মানুষটি কিভাবে যে হাসির রাজা বনে গেলেন তা রীতিমতো আশ্চর্যের।

সিপিএম থেকে ধনপতি সদাগর

সকলের সমস্যা সমাধান আছে পনেরো টাকার ''লক্ষ্মীর পাঁচালি''তে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বেশ কিছু মানুষ আছেন, যারা বিনা পয়সায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অযাচিতভাবে বিস্তর মতামত দেন। যেমন- ওয়ান ডে ক্রিকেট থেকে ধোনির অবসর নেওয়াটা ঠিক হল কিনা, রাজ্য মন্ত্রিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাকে কাকে বাদ দেওয়া উচিত ছিল, গ্যাসে ভর্তুকি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর্থিক ক্ষতি ডেকে আনলেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই মানুষেরাই বামফ্রন্টের ৩৪ বছর অবসানের পর, চায়ের দোকানে আলোচনার বিশাল ঝড় তুলেছিলেন। পরাজয়ের কারণ হিসাবে কান পাতলেই শোনা যেত তাদের মতামত। যেমন বামকর্মীদের মার্কসবাদী শিক্ষার ক্লাস বন্ধ করা ভুল হয়েছে, কেউ বলছেন ৩৪ বছরে অনেক বেনোজল ঢুকেছে।

অনেকের মতে নেতাদের হামবড়া ভাব আর উন্নাসিক মনোভাবই বামফ্রন্টকে ডুবিয়ে ছেড়েছে।

যত্রতত্র চায়ের দোকানে যখন এমন আলোচনার তুবড়ি ছুটছে, ঠিক সেই সময় আমার পাড়ার স্থানীয় এক মাঝারি মানের প্রাক্তন সিপিএম নেতার সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তিনি আমাকে বললেন- কি খবর? পরাজয় নিয়ে তোমার মতামত কি?

আমি বললাম, দাদা আমি গায়ে পড়ে মতামত দিই না। তবে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন বলে বলছি। বামফ্রন্টের এবং বিশেষ করে সিপিএমের পরাজয় নিয়ে। কারণ খুঁজতে গেলে আপনার 'লক্ষ্মীর পাঁচালি' পড়া উচিত।

-লক্ষ্মীর পাঁচালি?

—হ্যাঁ দাদা, মাত্র পনেরো টাকার লক্ষ্মীর পাঁচালিতে এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে।

সেই পাড়াতুতো দাদা অবাক বিস্ময়ে বললেন বিষয়টা কেমন একটু শুনি।

আমি বললাম, পাঁচালিতে একটা লাইন আছে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার স্থাপি প্রতি ঘরে ঘরে, রাখিবে তন্ডুল তাহে এক মুষ্ঠি করে। সঞ্চয়ের পথ ইহা জানিবে সকলে; অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে।'

ওই দাদা বললেন — একটু খোলসা করে বলবে?

আমি বললাম — দাদা, আগেকার গৃহিনীদের এই উপদেশ দেওয়া হতো যে, যখন সংসারে স্বচ্ছল অবস্থা থাকবে, তখন এক মুঠো চাউল হাঁড়িতে সঞ্চয় করে রাখতে হয়। হঠাৎ খরা, বন্যা বা অভাব অনটনে সংকট দেখা দিলে, তখন ওই সঞ্চিত চাল অভাব দূর করতে সাহায্য করবে। প্রাণী বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, পিঁপড়েরা পর্যন্ত বর্ষার সময় খাদ্যের অভাব দেখা দেয় বলে, তারা গরমকালে খাদ্য সঞ্চয় করে। সুতরাং গৃহিণীদের এই উপদেশ দেওয়াটা খুবই কার্যকরী। ঠিক একইভাবে বামফ্রন্টের যখন চূড়ান্ত সুদিন, যখন এক শ্রেণির কমরেড (হয়তো সুবিধা ভোগীরাই একথা বেশি বলতেন) বুলি আওড়াতো বামফ্রন্টকে চোখের মণির মতো রক্ষা করিতে হইবে' সেটা ছিল আপ্তবাক্য। কথার কথা।

সেই সুদিনে কমরেডরা কেউ দুঃখের সাথীদের সঙ্গে সামান্য মৌখিক ভাব-ভালোবাসার কথাটুকু পর্যন্ত বলতেন না। এই ভাব-ভালোবাসার সামান্য কথাটুকুইতো হাঁড়িতে চাল সঞ্চয়ের মতো একটা দারুণ জন-সংযোগ ছিল। কিন্তু যেসব কমরেডরা ৭০ দশকে রক্তাক্ত লড়াইতে অংশ নিয়েছিলেন (পুরনো ঘিয়ের গন্ধের মতো) পরবর্তী সময়ে তাঁরা সেদিনকার পারিশ্রমিক হিসাবে চাকরি-বাকরি, ব্যাবসা বাণিজ্য নিয়ে জাঁকিয়ে বসলেন। হাতে হিরের আংটি, গলায় সোনার চেন, কব্জিতে ব্রেসলেট, মানি ব্যাগে সব সময় মোটা টাকার বান্ডিল নিয়ে কমরেডরা তখন রীতিমতো ধোপ-দুরস্ত।

কারও গরিব থাকাটা কোন কালেই বাঞ্ছনীয় নয়। কমরেডরা কি মানুষ নয়? তাদেরও তো স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে। তাদেরও শখ-আহ্লাদ আছে।

বামফ্রন্টের হাত ধরে তাদের যদি স্বচ্ছলতা আসে, তবে ক্ষতি কি?

যে কোনও রাজনৈতিক দলকে তো ভোট দেওয়া হয় মানুষের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-বাসস্থান-আর্থিক মানসিক উন্নয়নের জন্য।

তাহলে কমরেডদের হাল ফিরেছে, সে তো অত্যন্ত ভালো কথা। তাতে ঈর্ষার কি কারণ থাকতে পারে?

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যখন, কমরেডরা অতীত দিনের সংগ্রামের সাথী হিসাবে সাধারণ সমর্থকদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা শুরু করলেন।

বিশেষ করে যাঁরা অভাবী এবং নানা সংকটে ব্যতিব্যস্ত, যখন তাঁরা সামান্য মৌখিক সহানুভূতির দাবি নিয়ে ওই কমরেডদের কাছে আসতেন, তখন ওই কমরেডরা তাদের সঙ্গে সামান্য হুঁ হা পর্যন্ত না করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন।

অতীতে এই বঞ্চিত মানুষেরাই তাঁদের চূড়ান্ত দৈন্য দশাতেও ওই কমরেডদের ঘরে বসিয়ে চা-রুটি খাইয়েছেন, ৭০ সালের রক্তাক্ত দিনে সিআরপি-র চোখকে ফাঁকি দিয়ে খাটের নীচে কমরেডদের লুকিয়ে রেখেছিলেন।

আজ সেই কমরেডদের ঘাড়ে-গর্দান এক হয়েছে। চেহারায় জৌলুস বেড়েছে।

সুতরাং দৈন্য দশায় জর্জরিত মানুষদের সঙ্গে কথা বললে যে তাদের স্ট্যাটাস নিভে যাবে।

তাই কমরেডরা মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে তারা যেন জমিদার আর বাকিরা প্রজা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস যখন বিশাল ধাক্কাটা মারল, তখন বামফ্রন্ট একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেল।

২০১৬-তেও উঠতে পারল না।

কারণ লক্ষ্মীর ভান্ডারে তাঁদের কোনও সঞ্চয় ছিল না। সুদিনে সবটাই চেটে-পুটে খেয়ে নিয়েছে। দুর্দিনের জন্য কিছুই রাখেনি।

প্রাক্তন সিপিএম নেতা বললেন বাপরে বাপ। লক্ষ্মীর পাঁচালিতে এত কিছু?

—দাদা, আরও আছে। আসলে তোমরা তো কার্ল মার্কসের ''দাস ক্যাপিটেল'' ছাড়া আর কিছু পড়তে চাওনা, তাই সমস্যা। পাঁচালিতে আরও আছে— ''নিজ ধর্ম্ম শিক্ষা-দীক্ষা ত্যাজি সর্বজন, পরধর্ম পরশিক্ষা করিছে গ্রহণ।''

তেমনি দাদা, এ রাজ্যের কম্যুনিস্টরা সব ভিয়েতনাম, চিন, কিউবাতে থাকেন। তারা কেউ এই বাংলায় থাকে না।

আমার পাড়ার মোড়ে গত পাঁচ বছরে সাকুল্যে পাঁচটি পথসভা হয়েছে। যার বিষয়বস্তু ছিল আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ পাঁচালি অনুসারে পরধর্ম-পরশিক্ষা করিছে গ্রহণ। এ যাবৎ স্থানীয় কোনও সমস্যা সমাধানে সিপিএমের কাউকে দেখা যায় না। এমনিতে আম জনতার সঙ্গে কারও বার্তালাপ নেই। পাশের বাড়ির সঙ্গে যার কোনও সখ্যতা নেই, তিনি এলসিএম হয়ে বসে আছেন। যদি বা পাড়ার মানুষদের সঙ্গে দু চার কথা বলেন, তবে মনে হয় তিনি যেন প্রকাশ কারাত বা ইয়েচুরি। এখন সাধারণ মানুষতে দূরের কথা একজন কার্ডধারী সিপিএম কর্মী মারা গেলেও তাঁর স্মরণসভা করার লোক পাওয়া যায় না।

পাড়াতুতো দাদা বললেন- এটা অবশ্য অস্বীকার করতে পারছি না। দাদা, আগে দলের সর্বোচ্চ কমিটিতে নাকি অভিযোগ জানালে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হতো। কিন্তু এখন থানা পুলিশের সঙ্গে পার্টির কোনও ফারাক নেই। থানার বড়বাবু যেমন ধনীব্যক্তির পক্ষ নেন বলে অভিযোগ, তেমনি পার্টির মধ্যেও এখন লবি অনুযায়ী পক্ষপাতিত্ব হয়। আড়ালে-আবডালে সেটাই শোনা যাচ্ছে।

সিপিএম-এর ব্রাঞ্চে কি মিটিং হলো, একঘন্টার মধ্যেই তৃণমূলের নেতারা তা জানতে পারেন।

সিপিএমের এক পোড় খাওয়া পুরনো কর্মী কিছুদিন আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন— এখন স্থানীয় অনেক সিপিএম নেতার মোবাইল ফোনের কললিস্ট চেক করলে দেখা যাবে তার সঙ্গে তৃণমূল নেতার নিয়মিত কথাবার্তা হয়। তলে তলে 'সিন্ডিকেট রাজ' চলেছে সব মহলেই।

যাক দাদা, আমি তাত্ত্বিক পন্ডিত নই। হয়তো ছোট মুখে দু'চার কথা বলে ফেললাম। মাপ করবেন।

তবে লক্ষ্মীর পাঁচালিতে আমি রাজনৈতিক নেতা থেকে ধনপতি সদাগর এবং আধুনিক নর-নারীর সম্পর্কে অনেক সমস্যা সমাধানের রসদ খুঁজে পেয়েছি। প্রাক্তন সিপিএম নেতা বললেন— সেটা কী রকম? উত্তরে বললাম— আপাততঃ মুলতবি রইল! আগামী রবিবার বাজারে যাওয়ার পথে দেখা হলে বাকি কিস্তি শোনাবো!

''নিজ ধর্ম্ম শিক্ষা-দীক্ষা ত্যাজি সর্বজন।
পরধর্ম পরশিক্ষা করিছে গ্রহণ।''

'লক্ষ্মীর ভান্ডার স্থাপি প্রতি ঘরে ঘরে।
রাখিবে তন্ডুল তাহে এক মুষ্ঠি করে।।
সঞ্চয়ের পথ ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে।।'

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে অর্ধ মানুষ সিকি মানুষ তৈরি হয় তারই ষড়যন্ত্র চলছে

নির্মল গোস্বামী

যদি প্রশ্ন ওঠে আমরা কার অলক্ষ্য নির্দেশে জীবন জীবিকা নির্বাহ করি? আপাতভাবে মনে হতে পারে সরকার আমাদের নিয়ন্ত্রতা। তাহলে আংশিক সত্য বলা হবে। সম্পূর্ণ সত্য হল যে অর্থনীতির ধারক যারা সেই কর্পোরেট হাউসের নির্দেশ আসে পর্দার পিছন থেকে। আমরা কি পড়ব? কি খাব? কি দেখব? শিখব? এক কথায় আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবন যাত্রার পথ নির্দেশ আসে অলক্ষ্য থেকে।

ইদানিং একটা ভয়ংকর কথা শোনা যাচ্ছে যে, আমাদের স্কুল কলেজের সিলেবাস ঠিক করে দেবে কর্পোরেট হাউস। কারণটা খুব সংবেদনশীল। তারা বলছে যে, বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নাকি বন্দি হয়ে আছে সার্টিফিকেটে। এই সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষার মুক্তি চাই। তাহলেই বেকারের সংখ্যা কমবে। যুক্তিটা কতটা বাস্তব নির্ভর তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

একজন ছাত্র কোন বিষয়ে কতটা পড়েছে তা অনুমান করা যায় সার্টিফিকেট দেখে। এখন প্রশ্ন হল ইতিহাসের ছাত্র যদি তাদের পঠিত সিলেবাস সম্পর্কে না জেনে থাকে। যদি ইংরাজি ভাষার ছাত্র ইংরাজি ভাষা না জেনে থাকে। যদি ফিজিক্স-এর ছাত্র ফিজিক্স না জেনে থাকে তাহলে বলা যেতে পারে যে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রকে কম্পিউটার সায়েন্সের বিষয়ে কিছুই জানে না বলে তার সার্টিফিকেটের নিন্দা করা হয় সেটা কতটা যুক্তিযুক্ত হল। অনেকটা ধান ভাঙতে শিবের গীত হয়ে গেল না কি?

আসলে তারা বলতে চাইছে যে তাদের কর্মচারিদের যে বিষয়ে জ্ঞান থাকলে উৎপাদন সহজে করতে পারবে সেই বিষয়গুলিই স্কুল কলেজে পড়ানো হোক। ইতিমধ্যে সময়ের চাহিদা মেনে অর্থনীতির দাবি পূরণের স্বার্থে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু নতুন নতুন বিষয় পড়ানো হচ্ছে যার নাম আমরা আমাদের ছাত্রাবস্থায় কোনও দিনই শুনি নি। বর্তমানে যেমন যোগাযোগ ও পরিষেবার অনেক দিগন্ত আবিষ্কৃত হচ্ছে তেমনি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানান বিষয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এর পরও শিল্পপতিদের এ দাবি কেন? এবং দেশের সরকারও বা তা চাইছে কেন?

আজ থেকে ৭-৮ দশক আগে একজন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক কিংবা গ্র্যাজুয়েট যুবকদের বিভিন্ন কোম্পানিতে নিয়োগ করা হত। তারপর তাদের কারখানার কাজ শিখিয়ে নেওয়া হত। ছমাস থেকে এক বছর তাদের হাতে কলমে কাজ শেখাত কোম্পানিরা নিজেদের প্রয়োজনে। তখনও তাদের মজুরি দিতে হত।

বর্তমানে কোম্পানিরা এই যে শিক্ষানবিশদের জন্য আর অর্থ খরচ করতে রাজি নয়। তার কারণ হল তারা যদি রেডিমেড মজুর পায় তাহলে কেন শিক্ষানবিশ নেবে? আর বর্তমানে শিল্পপতিদের যেভাবে অল্পমূল্যে জায়গা দিয়ে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ও জল দিয়ে সরকারি খরচে পরিকাঠামো নির্মাণ করে দিয়ে, এসইজেড-এর সুবিধা দিয়ে আপ্যায়ন করা হচ্ছে তাতে করে তাদের লোভের সীমা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাই তারা চাইছে যে সরকারি স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীরা কী পড়বে তা আমরা ঠিক করে দেব। সরকার সাধারণের করের কোটি কোটি টাকা খরচ করে তাদের মজুর তৈরি করে দিক। এখানেও যে প্রশ্নটা আসে তা হল যে মজুর তৈরি করে দিলেই কি তারা চাকরি পারে? যখন দেশে কারিগরি কলেজগুলোতে ৪৫% আসন মাত্র ভর্তি হচ্ছে বিগত কত এক বছর ধরে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলো উঠে যেতে বসেছে ছাত্রের অভাবে। এমনকি শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সব আসন ভর্তি হচ্ছে না তখন দেশের শিল্পের এবং সেই ক্ষেত্রে চাকরির কি দশা তা সহজেই অনুমেয়। তাহলে চাকরির জন্য সিলেবাস পাল্টানোর যুক্তিটা কোথায়? যুক্তি লুকিয়ে আছে পর্দার আড়ালে।

শিক্ষক দিবসের ভাবনা

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি শিক্ষার অধিকার আইন ২০১৪-এর ফরমানে ছাত্রদের কিছুই শিখতে হবে না। ১৪ বছর বয়স হলেই অষ্টম শ্রেণি পাশ সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। কোনও পরীক্ষা দিতে হবেনা পাশও করতে হবে না। যুবক যুবতীরা শিক্ষিত হবে অথচ শিক্ষা পাবে না। এবার নতুন বুলি হল মৌলিক শিক্ষা বলে আলাদা করে কিছু থাকবে না। কেউ সাইকেলের চাকা খোলা পড়া করতে পারলে মাধ্যমিক পাশ। কেউ গাড়ি চালাতে পারলে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হয়ে যাবে তেমনি কারখানায় লেদ চালালে গ্র্যাজুয়েট অথবা ওয়েলডিং করতে পারলে এম এ পাশ হয়ে যাবে। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা চাইছে মানব রোবট তৈরি করতে। কিন্তু যাদের মৌলিক শিক্ষা আছে তাদের সহজে রোবট তৈরি করা যায় না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাটাই রোবট তৈরির লক্ষেই পরিচালিত হোক।

কেউ প্রশ্ন করতেই পারে যে দাদা যদি সাইকেলের চাকা খোলাপড়া করলে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে কেন আমি কাব্য, সাহিত্য দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বাইবেল, কোরান পড়তে যাবো?

শিক্ষার সবথেকে ভালো সংজ্ঞা স্বামীজি দিয়ে গেছেন। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা আছে তারই প্রকাশের নাশ হল শিক্ষা। সমগ্র মানব সমাজের জীবন সংগ্রামই হল এই পূর্ণতা প্রাপ্তির সন্ধান করা। ভারতের অরণ্যযুগের ঋষিরা কিন্তু প্রথমেই পূর্ণতার সন্ধান পায় নি। তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে খন্ডিত জ্ঞানের অধিকারি ছিলেন। কিন্তু প্রয়াস জারি ছিল। উপনিষদের যুগে এসে তাঁরা পূর্ণজ্ঞানের অখন্ড মানবসত্তার সঙ্গে পরিচিত হলেন। তাই বললেন 'সদ্ একম্ বিপ্রাত বহুধাবদন্তি' এক সৎ বস্তুকে জানলে বিশ্বব্রহ্মান্ডে সব জাগতিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারা যায়। তখন থেকেই শুরু হল মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা।

আর এই পূর্ণতাবোধের থেকেই কিন্তু মানুষের যাবতীয় সুকুমার বৃত্তিগুলির জন্মও লালিত হয়েছে। মানবিকতা, ভালোবাসা, প্রেম, মায়া, স্নেহ, মমতা, সামাজিকতা, দেশাত্ববোধ সব মানবিকগুণের উৎস মুখ হল ওই পূর্ণতাবোধ। যুগেযুগে তাই ঋষির আশ্রমে কিংবা গুরু গৃহে মানুষের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ছিল পূর্ণ মানুষ হওয়া। আমাদের সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস হল পূর্ণ মানুষের সঙ্গে অর্ধমানুষ বা সিকি মানুষ বা তারও কম মানুষের সংগ্রামের ফল।

আমাদের পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক বন্ধন, বন্ধুত্বের বন্ধন, মাতৃত্বের বন্ধন, পিতৃত্বের বন্ধন, যৌনতার বন্ধন, এতো বন্ধনের মধ্যেই আমরা সুখ খুঁজি, কারণ এরা সকলেই ওই পূর্ণতার অংশ।

মানুষের সার্বিক মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য এতোদিন যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল তাকে ধ্বংসের কাজ অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। শাসকশ্রেণির ভয়ই এর মূল কারণ। তারা মানুষের মৌকিল চাহিদা মেটাতে অক্ষম। তাই বিক্ষোভ, বিদ্রোহ যাতে মাথাচাড়া না দিতে পারে তার জন্য সংবেদনশীল মন জোর দিয়ে ভোগের স্রোতে টেনে নিয়ে যাওয়া। এগুলিতে শিক্ষাকে বিশেষিত করতে করতে এমন জায়গায় এনেছে আগামী দিনে দুটো কানের জন্য দুটো ডাক্তারের প্রয়োজন হবে। মানুষের সুসংঘবদ্ধ চিন্তা যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তারই আয়োজন সর্বত্র। সমাজে যাতে পূর্ণ মানুষের আধিক্য না জন্মায় তারই প্রয়াস সরকারি স্তরে। ফলে যে মনুষ্যত্বের নির্যাসের জন্য যুবতী মেয়ে বাবার সঙ্গে নির্ভয়ে বাস করতে পারে। বন্ধু বন্ধুকে বিশ্বাস করে। কোটি কোটি স্ত্রী পুরুষ একে অপরকে বিশ্বাস করে পরিবার প্রতিপালন করে। মা নিজে না খেয়ে সন্তানের মুখে খাদ্য তুলে দেয়। নেতারা বডিগার্ডের উপর আজও আস্থা রেখে চলে। প্রতিবেশিরা অপর প্রতিবেশির উপর ভরসা করে বাস করে, আজও মানুষ না খেয়ে থাকে তবুও অপরেরটা কেড়ে নেয় না, মালিক বিশ্বাস করে শ্রমিককে কাজে নেয়। জলে, পর্বতে, অন্তরীক্ষ্যে যে বীর জওয়ানরা আজও দেশে রক্ষার জন্য বিশ্বাসভঙ্গ করেনি— তা হল চরম মানবিকবোধ জাগ্রত আছে বলে। আর রোবট মানুষ যে দিন অধিক হয়ে যাবে সেদিনে এই সব কিছু ভেঙে পড়বে। শৃঙ্খলাবোধই থাকবে না। তাই মানুষের সমাজকে সচল রাখতে হলে মানুষের পূর্ণতা বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত সিলেবাস অনেকটাই প্রয়োজন।

বীরভূমের টুকিটাকি

১। সিউড়ি আব্দারপুর ও হাটজনবাজার রেলগেটে স্তব্ধ স্বাভাবিক জনজীবন।

২। জমিজটেই আটকে সিউড়ি প্রান্তিক বোলপুর নতুন রেলপথ নির্মাণ।

৩। দেবীপুরে অস্বাভাবিক মৃত্যু গৃহবধূর।

৪। নানুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক।

৫। সাঁইথিয়া রেলব্রিজে আটকে বৈদ্যুতিক লাইন।

৬। মেছে গ্রামে বোলতার উৎপাত।

৭। মুড়ি ও রাইসমিলের ছাঁটে অতিষ্ঠ মাঠপলসা।

৮। দুঃস্থ মেধাবী সন্ধানে লাভপুরে ব্লক প্রশাসনের 'ট্যালেন্ট হান্ট' পরীক্ষার মাধ্যমে ১০ জন ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ কোচিং।

৯। নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে ভাসলো শাল নদীর কজওয়ে। বন্ধ আসানসোল বাস ১১ ও ১২ আগস্ট। চিনপাই গ্রাম ছিল বিদ্যুৎহীন। নলহাটি এলাকায় অজানা জ্বরে মৃত দুই শিশু।

১০। এক মহিলা অস্থায়ীকর্মীকে কুপ্রস্তাব দেওয়া নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুরারই কবি নজরুল কলেজ।

১১। বীরভূম জেলায় সঙ্কটে তাঁত শিল্প।

১২। ১৩ আগস্ট মুরারই থেকে কলকাতা বাস চালু হল।

১৩। কুয়ে নদীতে জলস্ফীতি। বন্ধ যান চলাচল।

১৪। ১২ আগস্ট সাঁইথিয়া ২ নম্বর ওয়ার্ডে চোর সন্দেহে প্রহৃত রবি দাস।

১৫। তাঁতিপাড়ায় তৃণমূলে যোগ দিল কয়েকশো সিপিএম কর্মী।

১৬। রাতে ১০টা কম্পিউটার চুরি সিউড়ি হাটজলবাজার রামপ্রসাদ স্মৃতি বিদ্যালয়ে।

১৭। শোলগোড়িয়া গ্রামে ৫ বছরের শিশু ধর্ষণে বেপাত্তা যুবক ও পরিবার। সিউড়ি সদর হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষা শিশুটির।

বৃহন্নলার হাতে খুন সঙ্গী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : গত ২৭ আগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে হঠাৎ দুজন সঙ্গী ও সঙ্গীনির মধ্যে ঝগড়াঝাটি চরমে উঠতেই তরকারি কাটা ছুড়ি দিয়ে সঙ্গীর গলার নালি কেটে দিল এক বৃহন্নলা। বৃহন্নলা রাধিকা লস্কর (৩২) সঙ্গী সিরাজ দাস (৩৫) দুজনে সংসার করছিল। কারবালা ক্লাবের পাশের সরু গলির মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে পাশাপাশি ছোট ছোট ছাউনি দেওয়া টিন ও টালির অনেগুলো ঘর। শেষের ঘরে ১২০০ টাকা ভাড়ায় রাধিকারা থাকত। ছেলেটির বাড়ি ছিল পার্কসার্কাসে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর— সঙ্গী সিরাজ কিছুই করতো না শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। এই নিয়ে সংসারে অনটনের মধ্যে দিন কাটতো। শুরু হয় প্রতিদিনের ঝামেলা। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ঝামেলা। শুরু হয় দুজনের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি, মারপিট। নাক দিয়ে রক্ত ঝরতেই রাধিকা সবজিকাটার ছুরি দিয়ে একেবারে সিরাজের গলার নালির উপর চালিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় সিরাজ। রাধিকা নিজে পুলিশে খবর দিতে বলে পাড়ার লোকজনদের। সোনারপুর থানার পুলিশ এসে সিরাজের মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং রাধিকাকে গ্রেপ্তার করে। বারুইপুর কোর্টে রাধিকাকে তোলা হলে তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

রড দিয়ে খুন দাদাকে

অভীক মিত্র, নিঙ্গা (খয়রাশোল) : বউদির প্রেমে পাগল, তাই দিকবিদিক শূন্য হয়ে রড দিয়ে দাদাকে নৃশংস খুন করল ভাই। ২৬ আগস্ট সকাল নটার ঘটনা। খয়রাশোল থানার নিঙ্গা গ্রামে। মৃতের নাম প্রকাশ চক্রবর্তী। অভিযুক্ত ভাই প্রভাত চক্রবর্তী। বাবা মন্টু চক্রবর্তী, মা বর্তমান। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ৮ বছর আগে পান্ডবেশ্বরে কাজ করার সময় প্রকাশ বিয়ে করেছিল নন্দিতা চক্রবর্তীকে। নন্দিতার আগে বিয়ে হয়েছিল। বাড়ি কচুজোড়ের গ্রামে। ইদানিং নন্দিতা প্রভাতের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ফলে শুরু হয় ঝামেলা। এর থেকে রেহাই পেতে প্রকাশ আগে দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিফল হয়। প্রকাশ ও নন্দিতার ৬ বছরের একটি মেয়ে আছে। ঘটনার সময় বউদি নন্দিতা বাপের বাড়িতে। বাবা গরু চড়াতে যায়। মাকে মোবাইলের দোকানে পাঠিয়ে দাদাকে রড দিয়ে খুন করে পলাতক হয় ভাই প্রভাত চক্রবর্তী। ফিরে এসে মা লোকজন ডাকে। পেশায় পুরোহিত বাবা মন্টু চক্রবর্তীর অভিযোগ, বড় বৌমা নন্দিতার বাপের বাড়ির পুরোচনায় ছোট ছেলে একাজ করেছে। শান্ত গ্রাম নিঙ্গার বাসিন্দারা চাইছেন, নৃশংস খুনের অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। প্রভাতের নামে অভিযোগ করেছে বাবা।

গাড়ি উল্টে মৃত শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ আগস্ট সকালবেলা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বীরভূম জেলার সিউড়ি বাইপাশে স্করপিও গাড়ির ধাক্কায় মারা গেল এক শিক্ষক। মৃতের নাম নির্মলচন্দ্র ধীবর। হেতমপুর গ্রামের নির্মলচন্দ্র ধীবর মহম্মদবাজারের শিক্ষক ছিলেন। বাড়ি থেকে মোটরবাইকে করে বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটি স্করপিও গাড়ি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নির্মলের। ধাক্কার মারার পর স্করপিও গাড়ি নয়ানজুলিতে উলটে যায়। দুমড়ে মুচড়ে যায় নির্মলের মোটরবাইক। সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্করপিও গাড়ির দুই যাত্রী।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলায় বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মারা গেল দুই ব্যক্তি। আশঙ্কাজনক হয়ে একজন হাসপাতালে ভর্তি। মারা গিয়েছে তিনটি গরুও। ২৪ আগস্ট সকালে স্নান সেরে কাপড় মেলার সময় টিনের চালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় লক্ষ্মণ বাগদী ও অচিন্ত্য বাগদী। সম্পর্কে তারা বাবা ছেলে। ঘটনাস্থল ইলামবাজার থানার ভাঙাপাড়া গ্রাম। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ছোট ছেলে সুবল বাগদী। এইদিন আবার বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বীরভূম সফরে আসেন। বীরভূমের ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মোটরবাইক দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী : রবিবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক মোটরবাইক আরোহী পড়ে গেলে তার মৃত্যু হয়। মৃত মোটরবাইক আরোহীর নাম প্রদীপ মন্ডল (২৪)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার চুনাখালি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রদীপ মন্ডল মোটরবাইক করে ক্যানিং আসছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎই চলন্ত গাড়ি নিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি দেখতে জখম প্রদীপ মন্ডলকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ জানান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক মোটরবাইক আরোহী পড়ে গেল তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদে প্রগ্রেসিভ কন্ট্রাকটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবেরের অনুষ্ঠিত হয় জেলাপরিষদের সভা কক্ষে। ৭০ জন রক্তদান করেন।

পরিস্রুত পানীয় জলের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–২ ব্লকের জীবনতলা বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের উদ্যোগে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যানিং–২ ব্লকের মৌখালি, কুমারখালি (জোন–১) হোমড়া–পলতা ও তৎসংলগ্ন মৌজাগুলিতে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আবাসন, পরিবেশ, অগ্নিনির্বাপন দফতরের মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নস্কর, ক্যানিং পূর্ব বিধায়ক সওকাত মোল্লা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা শেখ প্রমুখ। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিস্রুত পানীয় জলের উদ্বোধন হল। সকলের জন্য জল। এই জেলার প্রতিটি বাড়ি বাড়ি রাস্তাঘাটে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৩৫০ লিটার জল পাবেন পান করা এবং ব্যবহারের জন্য। মুখ্যমন্ত্রী পানীয় জলে সব থেকে বেশি বাজেট বরাদ্দ করেছেন। বাংলার ৮ কোটি মানুষের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে যদি পারি তাহলে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ডাক্তার কম লাগবে। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় আরও বলেন কেন্দ্রীয় সরকার পিছন ধরার চেষ্টা করছে। কেন্দ্র দেখছে এই রাজ্য ভাল পানীয় জল, ভালো রাস্তা করে এগিয়ে যাচ্ছে তাই ওকে টেনে ধরো।

সুব্রতবাবুর আরও সংযোজন, মুখ্যমন্ত্রী যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে রাজ্য জল পাবে, নরেন্দ্র মোদি আটকাতে পারবে না। সুব্রত মুখোপাধ্যায় আরও বলেন মানুষ জলের মধ্যে এমন জীবাণু পান করে, এতে ক্যান্সার বহন করে। নোদাখালিতে গঙ্গার জল শোধন করে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি মানুষের বাড়ি বাড়ি। তবে সুন্দরবনের আইল্যান্ড এলাকায় একটু অসুবিধা আছে। ওই জল অনেক ভালো। এটি নদীর জল। বাজারে গভীর নলকূপের জলের চেয়ে। ক্যানিং–২ ব্লকে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই জল প্রকল্প চালু হল।

এই ব্লকের ৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে দেড়লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। ২৯টি মৌজায় এই জল সরবরাহ হবে। ১৬ ঘন্টা জল ব্যবহার করতে পারবে। ৮ ঘন্টা জল থাকবে। রাজ্যে ৮,৫০০ কিমি পানীয় জলের পাইপ দেওয়া হয়েছে। সারা ভারতবর্ষে কোথাও এমন টাকা বরাদ্দ হয়নি, যা এই জেলায় বরাদ্দ হয়েছে।

এই ব্লকের সব রাস্তা–ঘাট ভালো হয়ে যাবে একটু সময় দিন। কলকাতার মেয়র তথা আবাসন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন এই ব্লকে ৪টি রিজার্ভার করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পানীয় জল সাপ্লাই হবে। মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে পরিশ্রুত পানীয় জল। আগামী পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ নির্বাচনে মানুষ আশীর্বাদ করবে উন্নয়নে। কেন্দ্র সরকার খাদ্যের উন্নয়নের টাকা কেটে নিতে পারে। কিন্তু মানুষের ভালবাসা কেড়ে নিতে পারবে না। এ বছরের মধ্যে এই ব্লকে অগ্নিনির্বাপন ও জরুরি বিভাগ এবং পথের সাথী কাজ হবে।

সেতু নিয়ে সোচ্চার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারাপীঠের কাছে কুঁজোপাড়া। দ্বারকা নদীর পাড়ে বসবাস করে ১৬টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। তালের ডিঙি নৌকায়, লোহার বড় কড়াইয়ে, লোহার চাদর দিয়ে তৈরি নৌকায় তারা নদী পারাপার করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। লাঙল, ধানের বীজ, সার, ধানপোতার জন্য খেতমজুর, গোরু নৌকায় চাপিয়ে ওপারে যেতে হয় বর্ষার সময়। ছেলেমেয়েদের নদী পার হয়ে যেতে হয় দেখুড়িয়া হাই স্কুলে। সেতু না থাকায় স্কুলজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিতে অনেকেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে চান না। নদীর ওপারে উদয়পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

দ্বারকা নদীর উপর স্থায়ী সেতু তৈরির দাবি বিধানসভায় তুলেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মিল্টন রশিদ।

ডায়মন্ড হারবারের হটুগঞ্জের ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর হেলমেট পরা বাইক আরোহীদের রাখি পরিয়ে মিষ্টি খাওয়ালেন কুলপির পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদ্যুৎ কুমার মন্ডল। তথ্য ও ছবি নকীবউদ্দিন গাজী।

গত ২৯ আগস্ট সকাল ১১টায় আমতালা চৌরাস্তার মোড়ে নির্মল বাংলা অভিযানের আয়োজন করে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়, সভাধিপতি সামিমা শেখ, জেলাশাসক পিবি সেলিম, কর্মাধ্যক্ষ তরুণ রায়, স্বজল মিত্র এবং তারক মন্ডল। **ছবি : স্মৃতিলতা বিশ্বাস**

গোসাবায় ডাইরিয়ার প্রকোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার সকালে ডায়েরিয়ার প্রকোপে ৩২ জন রোগী ভর্তি হয় গোসাবা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ফলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকাবাসী। ডায়েরিয়া ছড়ায় ক্যানিং মহকুমার গোসাবা থানার হাসপাতাল পাড়া, ৩ নম্বর পাড়া, ফলবাগান এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ ভোর থেকে বারবার জলের মতো পায়খানা করে অসুস্থ হয়ে পড়ে সঞ্জয় হালদার, বিপ্লব শীট, মঞ্জু মন্ডল সহ আরও ২৯ জন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাইপলাইনের জল থেকে ময়লা জল বের হচ্ছে। এই জল পান করেই ডায়েরিয়া ছড়িয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে গোসাবা বিডিও তাপস কুন্ডু জানান ৩২ জন ডায়েরিয়া রোগী ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে ২০ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এখন ১২ জন রোগী চিকিৎসাধীন। তিনি আরও বলেন ২০ হাজার পাউচ জল চাওয়া হয়েছে জনস্বাস্থ্য দফতর থেকে। আজ রাতের মধ্যে পাউচ জল ঢুকে যাবে এখানে। এছাড়া পিএইচই দফতরকে জানানো হয়েছে জলের পাইপলাইনগুলি দেখার জন্য। ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ব্লিচিং পাউডার ও চুন ছড়ানো হয়েছে। জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম দাস মালাকার জানান স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্লোরিন ট্যাবলেট, ওআরএস দিচ্ছেন। ব্লিচিং পাউডার, চুন ছড়ানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। জেলা শাসক পিবি সেলিম জানান আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সব রকমভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জলের পাউচ এবং মেডিকেল টিম পাঠানো হচ্ছে।

বন্ধ ছাত্রী হস্টেল

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'হস্টেলটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর থেকে একাধিকবার ব্রাইট ফিউচার স্বরোজগারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু অভিভাবকরা ওই গোষ্ঠীকে মানতে চাননি। অভিভাবকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছাত্রীরাও বেঁকে বসে আছে। বিষয়টি আমরা একাধিকবার ব্লক প্রশাসন থেকে মহকুমা প্রশাসনের নজরে এনেছি। আমরাও চাই প্রশাসন অবিলম্বে ছাত্রীদের এই হস্টেলটি চালু করুক।' যদিও এই হস্টেলটি চালু না হওয়ার ব্যাপারে দায় নিতে নারাজ মহকুমা প্রশাসন। ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসু বলেন, 'স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের নিয়ে তৈরি কমিটি এই গোষ্ঠী নির্বাচন করেন। সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থাকলে বিষয়টি নতুন করে বিবেচনা করা হবে।'

স্থানীয় ও স্কুল সূত্রের খবর, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই এলাকা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। স্থানীয় উত্তর গঙ্গাধরপুর, দাসপুর, গোপীনাথপুর, চক মধুসূদনপুর ও ভগবতীপুর সহ দূরদূরান্ত বিভিন্ন এলাকার ছাত্রীদের ভরসা এই স্কুল। ৩০ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু মেয়েরা এই স্কুলে পড়াশুনা করে। এই সমস্ত সংখ্যালঘু ছাত্রীদের পড়াশুনার কথা ভেবে স্কুলের পাশে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে এই অত্যাধুনিক হস্টেলটি তৈরি করা হয়। কম–বেশি ৫০ জন ছাত্রীর এই হস্টেলে থেকে পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। গত এক বছর আগে এই ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়। নিয়ম মাফিক স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই হস্টেলের দায়িত্ব দেওয়া হয় 'ব্রাইট ফিউচার স্বরোজগারী' স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে। আর তাতেই গোল বাঁধে। অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষের ওই স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়ার পরই হস্টেলটি চালু করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাঁধা দেয় অভিভাবকদের একটা বড় অংশ। বিক্ষুব্ধ এই অভিভাবকরা দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিবর্তন চেয়ে অন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়ার আবেদন জানান ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসনের সর্বস্তরে। অভিভাবক ইয়ারফ পিয়াদা, রুলআমিন মোল্লা ও জাহাঙ্গীর পুরকাইতরা বলেন, 'এলাকায় আরও অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যাপারে একেবারে নতুন এই গোষ্ঠীর উপর ভরসা করা যাচ্ছে না। তাই মেয়েদেরকে ওই হস্টেলে রাখতে রাজি হইনি। আমরা আগেই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা চাই প্রশাসন অবিলম্বে গোষ্ঠী বদল করে ছাত্রীদের হস্টেলটি চালু করুক।'

পুঁজিবাদের ধাক্কায় বেসামাল

প্রথম পাতার পর

গত ৩১ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট সিঙ্গুর মামলার রায় দিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে এদেশের বামপন্থীদের চরিত্র পাল্টেছে। এখন শিল্পপতিকে তারা ব্যবসার জন্য জমি পাইয়ে দিতে অবৈধভাবে কৃষকদের জমি কেড়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। অতএব এখন আর কমিউনিস্ট, লাল পতাকা, কাস্তে হাতুড়ির দরকার আছে কি?

সে বামেদের যা হয় হোক তা নিয়ে ভারতবাসীর কোনও মাথাব্যাথা নেই। বরং এখন সকলের কাছে চ্যালেঞ্জ পিছিয়ে পড়া বাংলাকে এগিয়ে দেওয়ার। কারণ সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম সামনে আসতেই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে বাম নেতারা এর দ্বারা শুধু কৃষকদের ক্ষতি করেনি শিল্পের ভবিষ্যতও অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সিঙ্গুরের পরেও কিছু কিছু বাম তাত্ত্বিক এখনও যুক্তি খুঁজছেন। হয়তো তারা জানেন তাদের মৃতদেহের কফিনে এখনও দু–একটা পেরেক মারা বাকি আছে। টাটা কিন্তু এ রাজ্যে ন্যানো কারখানা করতে না পারুক বামেদের কফিনে অন্তত একটা বড়সড় পেরেক মেরে ৬০/৭০ দশকের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। আর আমরা সেদিনকার রক্ত গরম করা ছাত্ররা এখন সেদিনকার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করব তার পথ খুঁজছি।

ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে সচেতন হোন। অযথা জল জমিয়ে ডেঙ্গুকে প্রশ্রয় দেবেন না। জ্বর হলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

উজ্জ্বলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চিনপাই : বীরভূম জেলার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পের উদ্বোধন হল ১৬ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুরে চিনপাই প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী সাংসদ শতাব্দী রায়। উপস্থিত ছিলেন তেল সংস্থার আধিকারিকরাও। ৪১০টি পরিবারের হাতে গ্যাসের কাগজপত্র তুলে দেন সাংসদ শতাব্দী রায়। তারাও বেজায় খুশি। বীরভূম জেলার চার লক্ষ দরিদ্র গ্রামীণ পরিবারকে বিনামূল্যে গ্যাস দেওয়া হয়। প্রতিবছর এক লক্ষ করে দেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত ৩৩ হাজার দরখাস্ত জমা পড়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। বেলুন দিয়ে চারপাশ সাজানো হয়েছিল। ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ আগস্ট নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ সূচনা করে বীরভূম জেলার জেলাশাসক পি মোহন গান্ধি। সিউড়ি বিদ্যাসাগর ভবন থেকে প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে র‍্যালি বের হয়। ৯ আগস্ট রাজনগরে নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ পালন করা হয়। ১৩ আগস্ট ডেঙ্গু সচেতনা করতে প্রতিরোধ পদযাত্রায় সামিল হয় চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। শৌচাগারের সচেতনতা উপলক্ষ্যে লোক শিল্পীদের দিয়ে ছোট হাতি করে চিনপাইতে প্রচার করানো হয়। দুবরাজপুরে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে পালিত হয় 'নির্মল বিদ্যালয় সপ্তাহ' এবং 'ডেঙ্গু প্রতিরোধ' পদযাত্রা।

শিশু কিশোর আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা
হাতেকলমে চলচ্চিত্র
কর্মশালা: ২০ অক্টোবর থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৬
বয়সসীমা: ১১ থেকে ১৬+
কর্মশালা পরিচালনা: জন হালদার
নির্বাচনের মাধ্যমে ২০ জনকে এই কর্মশালায় নেওয়া হবে। আগামী ৩০ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আকাদেমি দপ্তর থেকে ফর্ম পাওয়া যাবে দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা (ছুটির দিন বাদে)
নির্বাচন পর্ব (Audition) ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬, নন্দন ৪, সকাল ১১টা।
শিশু কিশোর আকাদেমি। রবীন্দ্রসদন (তৃতীয় তল), হেরাসিম লেবেদেফ সরণি,
কলকাতা : ৭০০০৭১ দূরভাষ : ২২২৩৬২১০/১১/৫৮
ফ্যাক্স : ০৩৩–২২২৩–৬২৫৮ ই–মেল : skakademi@gmail.com
৯৮৫(২)জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১.৯.১৬

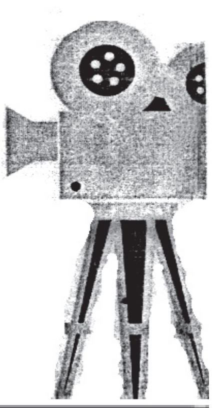

স্বাদের বাঁধনে কবির রসনা

রান্নাবান্না

ঠাকুরবাড়িতে খাওয়ার পাট

বাঙালির সর্বকালের আন্তর্জাতিক আইকন হলেন রবীন্দ্রনাথ। পরাধীনতার গ্লানিতে আপাদ–মস্তক নিমজ্জিত বাঙালি বিশ্বকে ছুঁয়েছিল কবিগুরুর হাত ধরে। একাধারে তিনি ছিলেন একশো ভাগ বাঙালি আবার অন্য দিকে বিশ্ব জয় করেছিলেন তাঁর সুরের মাধুর্যে। তিনি ছিলেন সুপুরুষ যাঁর প্রেমে পড়তে অসুবিধা ছিল না আপামর ভারতবাসীর। প্রকৃতি যাঁকে আপন করে নিয়েছিল নিজের একান্ত ভেবে। যতই আন্তর্জাতিক হোন না কেন রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয় ছিল বাঙালি রান্নার পদ। ঠাকুরবাড়ির হেঁসেল তো পরবর্তীকালে সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। সেই মোহময় হেঁসেলের কিছু হদিশ দিয়েছেন সুমন্ত ভৌমিক।

কলার মোচার কোপ্তা

উপকরণ : কলার মোচা ২ কাপ (সেদ্ধ করে পিষে নিতে হবে), বেসন ৩ টেবিল চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা ২ চা চামচ, ঘি ও সরিষার তেল পরিমাণ মতো, পেঁয়াজ বাটা ১

চা চামচ, কাঠ বাদাম ২ চা চামচ, এলাচি ৪টি, লবঙ্গ ৫টি, দারুচিনি ১টি , চারমগজ বাটা ৩ চা চামচ, দুধ, কিশমিশ, টমেটো কুচি, সামান্য চিনি ও লবণ স্বাদমতন।

মিশ্রণের উপকরণ : ১ চা চামচ রসুন, ১ চা চামচ আদা বাটা, ১ টেবিল চামচ ধনে পাতা কুচি, ১ চা চামচ কাঁচা মরিচ কুচি, ২ চিমটি জয়ফল গুড়ো, ১ চা চামচ পেঁয়াজ কুচি, লবণ ও ৩ চা চামচ বেসন সব একসঙ্গে ভালো করে মেলাতে হবে।

প্রস্তুত প্রণালী : কলার মোচা পরিষ্কার করে সেদ্ধ করে নিন। এরপর জল ঝরিয়ে মিহি করে বেটে নিন। তার সঙ্গে মিশ্রণের সব উপকরণ গুলো ভালো করে মেলান। তারপর ২–৩টা কিশমিশ দিয়ে গোল গোল বল বানিয়ে একপাশে রেখে দিন। এরপর গরম তেলে বল গুলো ভেজে নিন। অন্য পাত্রে পেঁয়াজ কুচি তেলের মধ্যে ভেজে নিন। আদা ও রসুন বাটা দিয়ে একটু কষে নিন। এরপর এক এক করে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুড়ো দিয়ে ভালো করে ১ মিনিট কষিয়ে নিন। প্রয়োজনে অল্প জল দিন। এবার গরম মশলা, মরিচের গুড়ো ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার কাঠবাদাম বাটা দিয়ে আরও একটু কষিয়ে নিয়ে টমেটো কুচি দিয়ে দিন। তেল এবং মশলা যখন আলাদা হয়ে যাবে তখন চিনি ও ২ কাপ গরম জল তাতে দিয়ে দিন। ঘন হয়ে আসলে তার মধ্যে কোপ্তা গুলো ছেড়ে দিন। ২ মিনিট পরে চার মগজ বাটা দুধে মিলিয়ে তাতে দিয়ে ৫ মিনিট অল্প আঁচে রেখে দিন। এরপর নামিয়ে পাত্রে পরিবেশন করুন।

দুধ শুক্তো

উপকরণ : ১টা কাঁচকলা, ১ কাপ কাঁচা পেঁপে, ৪–৫টি লাল বা সাদা মূলা, ৩–৪টি সজনে ডাঁটা, আলু ও মিষ্টি আলু ১ কাপ করে, ১ কাপ বেগুন, ১ কাপ পটল, ১ কাপ ঝিঙা, ১ কাপ মটরশুঁটি, ১ কাপ উচ্ছে, ৩ টেবিল চামচ পোস্ত দানা, ১ টেবিল চামচ হলুদ সরিষা দানা, ১ কাপ বড়ি, আধা চা–চামচ চিনি, ৩ কাপ দুধ, ঘি ৩ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, লবণ স্বাদ মতো।

প্রস্তুত প্রণালী : পোস্ত দানা ও সরিষা জলে ঘন্টা খানেক ভিজিয়ে রেখে ভালো করে বেটে নিন। উচ্ছেতে অল্প লবণ এবং হলুদ দিয়ে মেখে আধ ঘন্টা রেখে দিন। কড়াই গরম করে তাতে আধা কাপ সরষে তেল ঢেলে দিন। এবার বড়িগুলো বাদামি করে ভেজে এক পাশে রেখে দিন। উচ্ছে ৩–৪ মিনিট ভেজে এক পাশে রেখে দিন। একই কড়াইয়ে আরও আধ কাপ তেল ঢেলে গরম করে নিন। এবার পাঁচফোড়ন, তেজপাতা, আদাকুচি ঢেলে দিন। পাঁচফোড়ন ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছে বাদে সব সবজি ঢেলে দিন। ৭ থেকে ৮ মিনিট মাঝারি আঁচে ভেজে নিন। সবজি নরম হয়ে এলে ২ কাপ জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখুন আর মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করুন। জল শুকিয়ে এলে তাতে পোস্ত ও সরিষা বাটা দিয়ে দিন। আর একটু নাড়াচাড়া করে ৩ কাপ দুধ ঢেলে দিন। একটু ফুটে এলে তাতে বড়ি ও উচ্ছে গুলো দিয়ে ৪ মিনিট রান্না করে নিন। এবার স্বাদমতো লবণ ও চিনি দিন এবং তিন টেবিল চামচ ঘি ঢেলে দিন। ২–৩ মিনিট রান্না করে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

আমের চাটনি

উপকরণ : কাঁচা আমের টুকরো ২ কাপ, শুকনো মরিচ ৩–৪টা, সরিষা দানা ১ টেবিল চামচ, সরিষার তেল আধা

কাপ, চিনি আধা কাপ, ভিনিগার আধা কাপ, আদা কুচি ১ চা চামচ, জল ২ কাপ

প্রস্তুত প্রণালী : কড়াইয়ে তেল গরম করে নিয়ে সরিষা দানা দিয়ে দিন। সরিষা ফুটে এলে আদা কুচি ও শুকনো মরিচ দিয়ে দিন। আদা ও শুকনো মরিচের গন্ধ বের হলে তাতে জল, চিনি, ভিনিগার দিয়ে দিন। জল ঘন হয়ে এলে তাতে আম ঢেলে দিন। একটু নাড়াচাড়া করে তাতে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝারি আঁচে মাঝে মাঝে নেড়ে দিন। আম নরম হয়ে এলে এবং অল্প জল থাকা অবস্থায় নামিয়ে ফেলে পরিবেশন করুন।

মাছের সঙ্গে পদ্ম চাষে আয়ের আশা জাগাচ্ছে এবার পুজোয়

রিম্পি ঘোষ: এতদিন পর্যন্ত হুগলি জেলাতে ধান, আলু, পাটের একচেটিয়া চাষ হত। এখন সেখানে প্রথাগত চাষের

বাইরে গিয়ে বিকল্প আয়ের সন্ধান দিচ্ছে পদ্ম চাষ। পদ্ম আমাদের জাতীয় ফুল। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হল 'নেলাম্বিয়ান স্পেসিওসান'। এই পদ্মের সঙ্গে অনেক পৌরাণিক কাহিনী জড়িত। দুর্গাপুজায় পদ্মফুল একটি অপরিহার্য উপাদান। পদ্মফুল ছাড়া দুর্গাপুজো অসম্পূর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র ১০৮টি পদ্মফুল দিয়ে দুর্গার পুজা শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই ঐতিহ্য মেনে দুর্গাপুজার সময়ে পদ্মের চাহিদা থাকে আকাশছোঁয়া। হুগলি জেলার মালিপুকুর অঞ্চলে মাছের সঙ্গে পুকুরে পদ্মেরও চাষ হয়ে থাকে। ট্রেনপথে বারুইপাড়া গিয়ে সেখান থেকে বাসে করে কয়েক মিনিটের পথ মালিপুকুর অঞ্চল। ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা পেশায় পদ্মচাষি শ্যামল মালিক জানান, গত প্রায় ৬ বছর ধরে তিনি এই পদ্মের চাষ করে যাচ্ছেন। প্রায় ৭০–৮০ বিঘা পুকুরে তিনি এই পদ্মের চাষ করেন। শ্যামলবাবু জানান, যেহেতু পদ্মের সঙ্গে এক পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে তাই সেই আগ্রহ থেকেই এর চাষ শুরু করা হয়। পদ্ম ফুল ফুটবে চৈত্র ও বৈশাখ মাস নাগাদ এবং কার্তিক মাস পর্যন্ত এই ফুল থাকবে। কার্তিক মাসের পর ঠান্ডা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তখন পদ্ম ফুল আর ফুটবে না। এই পদ্ম চাষ করতে বিঘা পিছু প্রায় খরচা হয় ৪,০০০ টাকা। এখানে উৎপাদিত ফুল হাওড়ার বড়বাজারের কাছে জগন্নাথঘাটে পাইকারিতে ১০০ করে পিস প্রায় ২০০–২৫০.০০টাকা দামে বিক্রি করা হয়। তাতে প্রতি ১০০ টাকায় পাইকাররা ২০ টাকা করে কমিশন কেটে নেয় বলে শ্যামলবাবু আক্ষেপের সঙ্গে জানান। দৈনিক প্রায় ২,০০০ পিস পদ্ম ঐ জগন্নাথবাজারে বিক্রি করা হয়। এই পদ্ম চাষের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছেরও চাষ করা হয়ে থাকে। একেকটি মাছের ওজন হয় প্রায় ১২–১৫ কেজি। হুগলি জেলাতে বরাবরই ধান, আলু, পাটের একচেটিয়া চাষ হত। ফুল চাষের আধিক্য দেখা যায় মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়াতে। এখন ধান, আলু, পাটের মত প্রথাগত চাষের পাশাপাশি একই পুকুরে মাছের সঙ্গে পদ্ম চাষ করে আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন মালিপুকুর অঞ্চলের বাসিন্দা শ্যামল মালিক।

পুজোয় বাজার মাতাবে চেরি উলের বাবনান সালোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর কয়েকমাস পরেই দেখতে দেখতে চলে আসবে দুর্গোৎসব। বাঙালির অন্যতম প্রধান উৎসব হল এই শারদোৎসব। তাই গ্রাম–বাংলার সর্বত্র এখন থেকেই এই উৎসব নিয়ে সাজো সাজো রব। দোকানে, বাজারে বিশেষত জামা কাপড়ের দোকানে মহিলা ক্রেতাদের ভিড় লেগেই রয়েছে। এই সকল ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বস্ত্র শিল্পীরা নিত্যনতুন পোশাক তৈরিতে ব্যস্ত। হুগলি জেলার কুটিরশিল্পের মধ্যে পোলবা–দাদপুর অঞ্চলের কাছে বাবনানের চিকন শিল্প খুব বিখ্যাত। সারা বছর ধরে এমনিতে কাঁথা ষ্টিচ, লক্ষ্ণৌ চিকন ও সূঁচ–সুতো দিয়ে পোশাকের ওপর কাজ করা হয়। কিন্তু সামনে দুর্গোৎসবের কথা মাথায় রেখে এইবারের নতুন সংযোজন খাদি কটনের ওপর চেরি উলের সুতো দিয়ে কাজ করা সালোয়ার কামিজ। চিকন শিল্পী মীর আলফাজ হোসেন জানান, চেরি উলের সুতো আসলে কোনও উল নয়, দেখতে উলের মতো। এই চেরি

উলের সুতোর কাজ দেখতে ভালো হওয়ায় এর চাহিদাও বেশি। বিশেষত বাংলাদেশে এর ভালোই কদর আছে। এছাড়া ভারতের মধ্যে দিল্লি, মুম্বইতে এই চিকনের তৈরি পোশাক রপ্তানী হয়। কাঁথা ষ্টিচ, লক্ষ্ণৌ চিকন ও সূঁচ–সুতো দিয়ে তৈরি সালোয়ার কামিজের সেট পিছু দাম পাইকারিতে প্রায় ৫৫০ টাকা। অন্যদিকে পিওর কটনের সালোয়ার কামিজের ওপর এই চেরি উলের সুতো দিয়ে কাজ করা সেটের দাম পাইকারিতে প্রায় ৭০০ টাকা। তাই হাল ফ্যাশানের লেগিংস, প্যালাজো প্যান্ট, কুর্তির পাশাপাশি এইবার পুজোর বাজার মাতাতে আসছে গ্রাম–বাংলার চেরি উল সুতোর সালোয়ার কামিজ।

সুন্দরবনের মন্ডপে স্বামী নারায়ণ, প্রতিমায় রাজবধূ

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : সুন্দরবনের ব্লক গুলিতে দুর্গাপুজোর আহ্বান হলেই বুকের ভেতর দ্রিমিদ্রিমি বাজনা বেজে ওঠে। তবে এক বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পৌঁছে সুন্দরবনের গ্রামের পুজোর চরিত্রও কিছুটা বদলে গিয়েছে। সাতের বা আটের দশকের মতো সুন্দরবনের হ্যাজাকের আলোয় আজ আর পুজো হয় না। এখন পুজো হলে আসে জেনারেটরের আলো। আসলে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে। শহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সুন্দরবনের পুজো কমিটিগুলি থিম পুজোতে মেতে উঠেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গান্ধি কলোনি কল্পাকল্প এবার গুজরাটের স্বামী নারায়ণ মন্দিরের নিদর্শন এবং প্রতিমায় রাজবধূ থিম হিসাবে ফুটিয়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩৯তম বর্ষ ধরে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনেই এই দুর্গাপুজো চলে আসছে। গুজরাটের স্বামী নারায়ণ মন্দিরের সঙ্গে বর্তমান সুন্দরবনের মেল বন্ধন স্পর্শে গোটা বিষয়টি ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী তপন রাহা ও প্রশান্ত মন্ডল।

প্রায় জনা ত্রিশ কর্মীকে নিয়ে বাঁশ, বাঠাম, কাপড়, চট, প্লাইবোর্ড, শোলা, ত্রিপল দিয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে মন্ডপ। সেখানে চলছে কাঁচের সূক্ষ্ম কারুকার্য। শিল্পী তপন রাহা ও প্রশান্ত মন্ডল জানান ভগবান স্বামী নারায়ণ (ইং ১৭৮১–১৮৩০ সাল) গুজরাটে সামাজিক ধর্মীয় নবজাগরণের মুখ্য ভাগে ছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথা, কুসংস্কার, যজ্ঞে পশু বলিদান এবং অন্যান্য বিভিন্ন অনৈতিক কার্যাবলী দূরীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি পূর্বকালীন মন্দির স্থাপন করে ভক্তি ও উপাসনার মাধ্যমে বিশৃঙ্খল মানুষের জীবনকে আদর্শময় করে তুলেছিলেন এবং তাকে আত্মজ্ঞানী ও ঈশ্বরজ্ঞানী করেছিলেন। মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করত এবং ভগবান রূপে পুজো করত। স্বামী নারায়ণ মন্দির সমাজের কাছে নবযুগ সৃষ্টির অবদান। তারা আরও বলেন মন্দিরে মাথা থাকছে ৬টি চূড়া, ভিতরে থাকছে সতীদাহ প্রথা, কুসংস্কার, যজ্ঞে বলিদান, বালকযোগী, দিব্য নেতৃত্ব প্রমুখ বিষয়ে পটচিত্র। তবে প্রতিবছরের মতন এবারও পুজোকে সার্থক করে তুলতে মিঠু মাল, জবা দেবনাথ, লতিকা বিশ্বাস, শিখা দাস, অনিতা মন্ডল, মামনী সাহা, স্বপ্না সাহা প্রমুখ মহিলারা এগিয়ে এসেছেন। পুজো কমিটির সভাপতি গোকুল মন্ডল, সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা। শম্ভু সাহা বলেন দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে গান্ধি কলোনি সার্বজনীন দুর্গোৎসব থিমের উপর হচ্ছে। তবে শাস্ত্রীয় রীতিনীতি মেনে নিষ্ঠা সহকারে পুজো হয়। এলাকার মহিলারা এগিয়ে আসে পুজোকে সার্থক করে তুলতে। প্রথমাতে পুজো উদ্বোধন হবে। মঞ্চে দুঃস্থ ছেলে মেয়েদের নতুন পোষাক বিতরণ এবং দুঃস্থ ছাত্র–ছাত্রীদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এছাড়া পাঁচ হাজার ফল গাছ বিতরণ করা হবে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করার জন্য। এবারে রাজবধূ রূপে প্রতিমা তৈরি করছেন মৃৎ শিল্পী বুদ্ধিশ্বর মন্ডল। এছাড়া স্বামী নারায়ণ মন্দিরের ধর্মীয় সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হচ্ছে মন্ডপে। যা সুন্দরবনের কৃষ্টি সংস্কৃতির মেল বন্ধনের সেতু তৈরি হবে।

'ওদের' বন্ধুত্বে র রঙিন স্বপ্ন

পার্থসারথি গুহ

বন্ধু বা বন্ধুত্ব নিয়ে আমাদের দেশে নানা কথার চল আছে। শাস্ত্রে পর্যন্ত এর আলাদা ব্যাখ্যা রয়েছে। যাতে পরিস্কার উল্লেখ করা আছে যারা শুধুমাত্র সুখের দিনে পাশে থাকে তারা নয়, আসল বন্ধু হল সেই যে দুর্দিনে পাশে দাঁড়ায়, বিপদে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই করে। গত কয়েকবছর ধরে কলকাতায় দুঃস্থ শিশুদের সাহায্যার্থে নিজেদের সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে দিয়েছে এমনই এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

'বন্ধু এক আশা'। তাও আবার বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় এই বন্ধু'রা সেইসব শিশুদের বেছে নিয়েছে যাদের ভাগ্যে পুজোয় কোনও নতুন পোশাক জোটে না। সংখ্যাটাও খুব সামান্য নয়। এবার সাত হাজার গরিব শিশুকে নতুন জামা পরাবে বন্ধু। যদিও সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা মনে করেন এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম। আগামী দিনে এই প্রয়াসকে বড় আকার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বন্ধুর। এই উদ্যোগে কলকাতার বেশ কয়েকটি নামি পুজোকেও সামিল করে ফেলেছে তারা। বোসপুকুর তালবাগান, চেতলা অগ্রনী, নাকতলা উদয়ন সংঘ, বেহালা ক্লাব, খিদিরপুর পল্লি, দমদম তরুণ দল সহ আরও অনেক খ্যাতনামা পুজো এখন বন্ধুর মিত্র। নিজেদের এলাকাতেও বন্ধুর মাধ্যমে বস্ত্রদানের এই মহতী প্রক্রিয়া চালাচ্ছে এরা।

এই উপলক্ষ্যেই গত বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে বন্ধু এক আশা। সংস্থার পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান দীনেশ পোদ্দার স্মরণ করিয়ে দেন জন্মসূত্রে বাঙালি না হলেও তিনি যা কিছু পেয়েছেন তা এই বাংলা থেকেই। সুতরাং এখানে অনেক কিছুই ফিরিয়ে দিতে চান তিনি। আর গরিবদের মধ্যে নতুন জামা প্রদান যে তার অঙ্গ সে তো বলাবাহুল্য। থিম শিল্পী হিসেবে অল্প বয়সেই খ্যাতিমান হয়ে ওঠা সুশান্ত পাল, ভবতোষ সূতাররা তো বন্ধুর দোস্ত হতে পেরে বেজায় খুশি। তাঁদের বক্তব্য পুজোর সম্পূর্ণতা আনবে এই উদ্যোগ। সঙ্গীতশিল্পী নীপবীথি তো বন্ধুত্ব নিয়ে দু কলি গেয়েই দিলেন। বাদ গেলেন না বাংলা ব্যান্ডের জগতের অন্যতম প্রতিভূ সুরজিতও। তাঁর মন যে দুঃস্থ শিশুদের জন্য কাঁদে তা তুলে ধরলেন চমৎকার গায়কী 'মন কেন কাঁদে রে' র মাধ্যমে। নৃত্যশিল্পী অলকানন্দার কণ্ঠেও এই বিশেষ উদ্যোগের প্রতি আবেগ ঝরে পড়ল। এছাড়াও বন্ধু এক আশার কর্মতৎপর সঙ্গী প্রীতমের প্রাণোচ্ছলতার কথা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হবে। বিশ্বনাথ দে, রূপক বসু, অদিতি চক্রবর্তীরাও বন্ধুর সঙ্গে মৈত্রী করে দারুণ চনমনে। যা ফুটে উঠল তাঁদের অভিব্যক্তিতে। গত বছর বন্ধুর অন্যতম সেরা বন্ধু হিসেবে অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটেছিল মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তীর। এবারও সেরকম কোনও চমক ঘটিয়ে দিতে পারে বন্ধু এমন আশা পোষণ করছেন সকল শুভানুধ্যায়ীই।

বিদ্যুৎ–এর দাম বাড়ছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় রাজপুর রবীন্দ্রভবন সোনারপুর থানা এলাকা যত গুলো পুজো হয় সেই সব সংগঠকের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেককে আমন্ত্রণ পত্র ও তার সঙ্গে একটি করে নিয়মাবলী আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল থানার পক্ষ থেকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সোনারপুরের দুই বিধায়ক উত্তরে ফিরদৌসী বেগম ও দক্ষিণের জীবন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরুণ মন্ডল, বিডিও সুমন মজুমদার, রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস, এসডিপিও বারুইপুর অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, যুব নেতা সঞ্জীব সরকার (পিঙ্কু) বারুইপুরের দমকল আধিকারিক গৌতম গায়েন ও রাজপুর বিদ্যুৎ পর্ষদের আধিকারিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বেশ কিছু কাউন্সিলর। সভা পরিচালনার দায়িত্ব ভার নিয়েছিলেন সোনারপুর থানার আধিকারিক পরেশ রায়। এই দুর্গাপুজো মহরম ও কালিপুজো নিয়ে যে সমস্ত আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে বিপদ আসতে পারে সেই সব পরেশবাবু বারবার সংগঠকদের বোঝাতে চেষ্টা করেন। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ও অগ্নিকান্ডের উপরে। প্রবেশ ও বাহির গেট চওড়া করতে হবে ১২ ফুট। উচ্চতা হবে ১৪ ফুট। ৪০ ফুটের বেশি বাঁশ বাধা যাবে না পুজো প্যান্ডেলে। বারুইপুরের দমকল ওসি গৌতমবাবু বলেন আমরা দেখেছি ৯০ শতাংশ শটসার্কিট হয়ে অগ্নিকান্ড হয়। সুতরাং ভাল লাইসেন্স প্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান বা কনট্রাকটরকে দিয়ে কাজ করতে হবে। একটা তারের উপর বেশি লোড না পড়ে। বিদ্যুতের আধিকারিক বলেন সংগঠকরা ফর্ম ভরে অল্প লোডের বিদ্যুতের জন্য যেহেতু ভাড়া বেশি ইউনিটের চার্জ দিতে হয়। কিন্তু আপনারা বেশি করে ইউনিটের সংখ্যা লিখুন প্রয়োজন মত খরচ করলে আপনারা দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাবেন। দেখা যায় অল্প লোডের ওয়াট লিখে লোকে বেশি লোলড নেয় যার ফলে তখনই বিদ্যুতের সমস্যা দেখা দেয়। এবার বিদ্যুতের চার্জ গতবারের মতন থাকছে বাড়ানো হচ্ছে না এই সুসংবাদ শোনার পর হাততালি দেয় সংগঠকরা। আমাদের বিদ্যুৎ কর্মীরা এলাকায় এলাকায় ঘুরে ঘুরে নজরদারি করবে। একটি তারের উপর বেশি লোড দেবেন না তার জায়গায় তিনটি ফেস করুন লোডকে হাল্কা করার চেষ্টা করুন। বারুইপুরের এসডিপিও বলেন প্রত্যেক পুজো মন্ডপে সিসি ক্যামেরা বসাতে হবে। চেয়ারম্যান পল্লববাবু আস্বাস দেন প্রতি বছরের মতন রাজপুর শ্মশানের ঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে পুরসভা। স্টল মালিকদের ক্যারি ব্যাগ বর্জন করতে হবে। ক্লাবগুলোর সংগঠকদের অভিযোগ রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা থাকলে ঠাকুর আনা যায় না। তাদের দাবি পুলিশী ব্যবস্থা আরও বাড়াতে হবে। রাত সাড়ে নটার পর একেবারে ট্রাফিক পুলিশ, থানার অফিসার অথবা সিভিক ভলেন্টিয়ারেরা থাকে না। ঠিক হয় রাস্তাঘাটের দায়িত্ব নেবেন পুরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাস। পুলিশের দায়িত্ব নেবেন আইসি। এবার বিসর্জনের সময় পুজো কর্মকর্তাদের মধ্যে ৪ জনকে অনুমতি দেওয়া হবে গঙ্গাঘাটে থাকার জন্য।

মাঙ্গলিকী

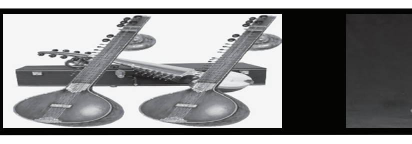

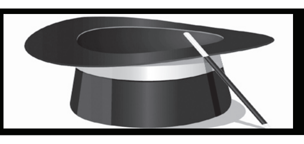

গ্রন্থাগার দিবস পালন করল মসজিদবাটি পাবলিক লাইব্রেরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার দফতরের উদ্যোগে বাসন্তীর মসজিদবাটি পাবলিক লাইব্রেরিতে ২৬ আগস্ট গ্রন্থাগার দিবস পালন হল। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রমানাথ মাইতি। প্রাথমিক শিক্ষক ও লেখক প্রভুদান হালদার বই ও লাইব্রেরির উৎস ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অর্জুন সামন্ত, সুকেশ মাইতি (চেয়ার ম্যান এলআরডিবি দক্ষিণ ২৪ পরগনা), অনুপ মন্ডল (গ্রন্থাগার সম্পাদক)। ছিল প্রতিযোগিতামূলক আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তিতে ৩ বিভাগে ৯ জন পুরস্কৃত হয়। ক– ১ম রূপম পাইক, খ– ১ম অয়ন্তিকা দিন্দা, গ– ১ম অনামিকা সিনহা। সর্বসাধারণ ১–পীযূষ পুরকায়েত, ২–দীনবন্ধু সর্দার, ৩– শিবু কুমার সিংহ। সংবর্ধনা দেওয়া হয় সর্বাধিক বই পাঠকদের। শিশু পাঠক সেরিনা লস্কর, সাধারণ ভিক্টর ঘরামি, প্রবীন– শিবু কুমার সিংহ, যিনি ৩ বছরে ৪০০ বেশি বই পড়েছেন।

এই ব্লকের সবচেয়ে পুরাতন এই গ্রন্থাগার। স্থাপিত হয় ১৯৫৯ সালে। এটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পরমেশ্বর মন্ডল, প্রভাষ পুরকায়েত প্রমুখ ব্যক্তিগণ। এটি ১৯৬৩ সালে সরকারি অনুমোদন পায়। এখন বই আছে ১০০০০, পাঠক ১০০০। সঞ্চালনায় গ্রন্থাগারিক তাপস পাল এই তথ্য জানান।

রবীন্দ্র নিকেতনে উজ্জ্বল সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুরো নাম রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগার। প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যায় বসে সাহিত্য, সংস্কৃতির উজ্জ্বল সভা, সভাপতি শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা, যোগদান করেন লিটল ম্যাগাজিন ও শিক্ষা জগতের বহু গুণীজন।

গত ১৬ জুলাইয়ের আসরে কবি–লেখক–সঙ্গীত শিল্পীর উপস্থিতির সংখ্যা ৩০ ছাপিয়ে গেল। রবিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী দেবাশিস গুহ গীত 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম' রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে আসরের শুরু। এর পরেই তরুণী কবি লাবণী মান্না শোনালেন স্বরচিত কবিতা, 'কবিতা' ও আরও একটি কবিতা। লাবণীর কবি সত্তার বিকাশ ঘটছে। লাবণী ছোটদের জন্যও কবিতা, ছড়া লেখেন, ইতিমধ্যেই তাঁর কবিতা/ছড়া আলিপুর বার্তার ছোটদের বিভাগ 'মনের খেয়াল'–এ প্রকাশিত হয়েছে (প্রতিটি সভাতে তিনি সংগঠকদের সাথে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নানান কাজে হাত মেলান, লাবণীকে এই প্রতিবেদক মনে করেন 'সভা কন্যা') এরপর সুনীল গুহ পড়লেন তাঁর কবিতা, 'তৃতীয় চোখ', গভীর ভাব সমৃদ্ধ কবিতা। স্বপন দাস শোনালেন তাঁর কবিতা 'রাতের শহর', সুন্দর বর্ণনাময় কবিতা। চিট ফান্ড নিয়ে গায়ে কাঁটা দেওয়া গল্প 'রামু দত্তর ফাইনাল ভুল' পড়লেন সৌরীন চ্যাটার্জী। অসাধারণ গঠন সমৃদ্ধ রচনা। অসীমা মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'কিছু পেতে হলে' অতি মননশীল রচনা। আরও একটি অতি মননশীল কবিতা, 'রাস্তা কারুর নয়' শোনালেন বিশ্বনাথ দাস। প্রদীপ গুপ্তর দুটি কবিতাই, 'আগামী কাল' ও 'শ্রাবণ' (সুকান্ত কবির জন্মমাস) অন্য মাত্রার কবিতা হিসাবে এই প্রতিবেদকের মন ছুঁল (অবশ্যই অন্যদেরও)। মজার কবিতা শোনালেন নীহার মজুমদার, 'ধাক্কা' (সভায় প্রথম এলেন)।

এদিন গানে গানে যাঁরা আসর জমালেন তাঁরা হলেন গীতা অধিকারী ('আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন'), রঞ্জিত দাস (আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে', আসরে প্রথম এলেন), কল্পনা বিশ্বাস কুন্ডু ('আজ শ্রাবণ পূর্ণিমাতে'), মৃত্তিকা চট্টোপাধ্যায় ('প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে')। আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় সুব্রত ভদ্রর পরিবেশিত পুরুলিয়ার লোকগীতি 'জ্বরে কাঁপসে আমার গা' ও 'মনের মানুষ এলোনা' গান দুটির কথা— অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন। রম্য রচনা ধর্মী, ব্যাঙ্গাত্মক রচনা 'দুঃখ' পাঠের মাধ্যমে সভার সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী আসর দারুণ জমিয়ে দিলেন। রবীন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী (আসরে প্রথম এলেন) শোনালেন স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজি কবিতা 'লাইট', বাংলা অনুবাদও শোনালেন।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি রত্নেশ্বর হাজরাকে সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী অনুরোধ করলেন কিছু বলার জন্য। শ্রদ্ধেয় সভাপতি বললেন, কথা ইশারাতেও বলা যায়। আমরা গৃহপালিত পশুপাখিদের সাথে 'কথা' বলি, ওরা 'বাই ইন্সটিঙ্কট ' বোঝে। গাছের সঙ্গে হাওয়া 'কথা' বলে, জলের সাথে স্রোত 'কথা' বলে। 'খুশী' নীরবে মনের ভিতরে 'কথা' বলে। আসলে মাঠ, জল, স্রোত সবাই নিজের নিজের ভাষায় কথা বলে।

এরপর কবি শোনালেন তাঁর গভীর অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ কবিতা 'কথা হোক' সকলের অনুরোধে; আরও শোনালেন একই মাত্রার কবিতা, 'থাকো'। এরপরেই আসরে উপস্থিত সাহিত্য–সংস্কৃতি, এই সাথে শিক্ষা জগতের মানুষ অধ্যক্ষ ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন জানালেন, কবি রত্নেশ্বর হাজরা আবার গানের জগতেও আছেন! এই সংবাদে সভায় সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, ফলে সকলের আন্তরিক পীড়াপীড়িতে কবি শোনালেন শ্যামা নৃত্যনাট্যের শেষ পর্বের গান, 'সহিতে পারিনা যে', আর আগে শোনালেন কাহিনীর কিছুটা শ্রুতিনাটক হিসাবে— অসাধারণ নিবেদন— রবীন্দ্র নিকেতন পাঠগারের মাসিক সাহিত্য সভার সাথে যুক্ত যাঁরা তাঁরা সুনিশ্চিত ভাবে কবি, সঙ্গীত শিল্পী রত্নেশ্বর হাজরাকে সংগঠনের সভাপতি হিসাবে নিয়ত গর্ববোধ করবেন।

ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন তাঁর ভাষণে অরণ্য সপ্তাহ নিয়ে বললেন— গত জুন মাসে নরওয়েই প্রথম দেশ যারা শপথ নিল কোনও ভাবেই অরণ্য নিধন করা যাবে না। এছাড়াও তিনি সদ্য প্রয়াত ফুটবল কোচ, সঙ্গীতজ্ঞ ও আবৃত্তি শিল্পী অমল দত্তর স্মৃতিচারণার মাধ্যমে এই সভার তরফে প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানান। শেষ করলেন অমল দত্তকে নিয়ে লেখা তাঁর হৃদয়স্পর্শী কবিতা পাঠের মাধ্যমে ('অমল দত্তকে প্রণতি')।

যুবা বাচিক শিল্পী দীপন সেনগুপ্ত পাঠ করলেন সুনীল ভট্টাচার্যের ছন্দময় কবিতা 'বৃষ্টি পড়ে'। পরে শোনালেন বিশ্ব বন্দিত জাদুকর (ডঃ) পি সি সরকার জুনিয়রের কবিতা 'রাজনীতি'— সাথে সাথে আসরে উপস্থিত বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মোবাইলে পি সি সরকার জুনিয়রের সাথে যোগাযোগ করে তাঁকে জানালেন সভায় তাঁর কবিতা পাঠের কথা— শুনেই সরকার জুনিয়র তাঁর বিশ্বখ্যাত হাসির মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সকলের সাথে আত্মিক যোগাযোগের 'জাদু' দেখালেন। পরে কথা বললেন সঞ্চালক উদয় চক্রবর্তী ও বাচিক শিল্পী দীপন সেনগুপ্তের সাথে। এদিন আরও যাঁরা কবিতা, গল্প পাঠে, রম্যরচনা পাঠে অংশ গ্রহণ করলেন তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, দেবযানি চক্রবর্তী, চয়ন ব্যানার্জী, সুরজিত দাস, শাশ্বতি ব্যানার্জী পাল, গুণেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, তারাশঙ্কর দত্ত, অরুণ গুহ, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চা–জলযোগ সহ আসর চলে রাত্রি ৯টা পার করে— ঘড়ির কাঁটার চলা দিনে দিনে 'পরাজিত' হচ্ছে রবীন্দ্র নিকেতন পাঠাগারের মাসিক সাহিত্য সভার 'ঘড়ির কাঁটার চলার' কাছে...

আমিবোধ এবার পুরীধামে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পুরীধামেও এবার আমিবোধ অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থিতি। গত ২৮শে জুলাই সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ মন্দির–এর অলিন্দে আমিবোধ এর উদ্যোগে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের উদ্গীত ভজন, শ্রীনাম ও রাধানাম গীত হয়। উপস্থিত দর্শনার্থীদের অনেকেই পরিবেশনাটি উপভোগ করেন এবং কয়েকজন অংশগ্রহণও করেন। তাছাড়া পুরীর সমুদ্র–সৈকতের বিভিন্ন অঞ্চলেও আমিবোধ এইরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। একটি অনুষ্ঠান হয় গান্ধি লেবার ফাউন্ডেশন–এর নিকটবর্তী সৈকতে এবং অন্যটি বলিয়াপাণ্ডার লাইট হাউসের সন্নিকটে।

কেমন হল মহিলাদের নাট্যোৎসব

নিভাদেবীর ৩২তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে নিভা আর্টর্সের আয়োজনে ১ থেকে ১০ জুলাই তপন থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হল মহিলা পরিচালিত নাট্যোৎসব। কেমন হল এই আয়োজন সে কথাই জানিয়েছেন বাবুল কৃষ্ণ দে।

১ জুলাই বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বদের সম্মানিত করা হল। প্রাপকদের তালিকায় ছিলেন যথা প্রতিভা অগ্রবাল, সন্ধ্যা দে, তাপসী রায়চৌধুরী, চিত্রা সেন, সন্ধ্যা সেন এবং সোহাগ সেন। প্রত্যেকের হাতে উত্তরীয় পুষ্প স্তবক ও উপহার সামগ্রী তুলে দিলেন সংস্থার কর্ণধার সমর মিত্র। প্রত্যেক বক্তাই নিভা আর্টস এবং সমর মিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং নাট্য জগতে নিভা আর্টস এর অবদান স্বীকার করেন।

সন্ধ্যা ৫টায় শুরু হয় অনসম্বল প্রযোজিত নাটক 'উদ্ভট পুরাণ'। ৭টায় ভবানীপুর শিশিক্ষু প্রযোজিত 'যাজ্ঞসেনী অগ্নিকন্যা'। একক অভিনয়ে বিজয়লক্ষ্মী বর্মন। মহাভারতের বিতর্কিত চরিত্র দ্রোপদীকে নিয়ে নাটক।

পরদিন ৩টের সময় অভিনীত হল বাংলাদেশ ঢাকা প্রাঙ্গণে মোর নাট্যদলের নূনা আফরোজ অভিনীত ও নির্দেশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চার অধ্যায় অবলম্বনে নাটক 'স্বদেশী' এবং ৬–৩০ মিনিটে অভিনীত হল আমি ও রবীন্দ্রনাথ। দুটি নাটকই নূনার নির্দেশনা ও প্রয়োগ কৌশলে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। আমিও রবীন্দ্রনাথ ও নূনা নিজেকে অন্য মাত্রায় তুলে ধরলো। মোট পাঁচ বয়সের পাঁচটি রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেলাম। অথৈ চরিত্রে নূনা অসামান্য অভিনয় করলো। সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল ওর অনবদ্য স্ক্রিপ্ট। নূনাকে কলকাতার দর্শক বহুদিন মনে রাখবে। নাটক শেষে নূনাকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় নিভা আর্টর্স এর পক্ষ থেকে।

তৃতীয় দিন সকাল দশটায় মঞ্চস্থ হয় পুষ্পক প্রযোজিত অলকপর্ণা গুহ নির্দেশিত 'হৃদিমন্ত্রনম'। অলোকপর্ণা এবং মুরারী রায়চৌধুরী অভিনীত নাটক নৃত্য সহযোগে দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনা।

দুপুর এগারটায় আয়না প্রযোজিত ইব সেন এর ডলস্ হাউস অবলম্বনে 'পুতুলের চিঠি' সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়ের একক অভিনীত নাটক। নির্দেশনায় অবন্তি চক্রবর্তী।

২টায় ইচ্ছেমতো প্রযোজিত নাটক 'কেয়ার অফ একলাটি' নির্দেশনায় তুর্ণা দাশ। ৪টায় অদ্রিজা দাশগুপ্তা নির্দেশিত 'রাজা'। অদ্রিজা রবীন্দ্রনাটকে বিশেষ পারদর্শিতা প্রমাণ করেছে। সন্ধ্যা ৭টায় নির্ণয় প্রযোজিত সঙ্গীতা পাল অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক 'রস' কৌশিক কর সঙ্গীতার অভিনয়ে দর্শককুল একেবারে মাত।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় অভিনীত হল পাইকপাড়া আখর প্রযোজিত ও ভদ্রা বসু নির্দেশিত 'রূপমতি গাঁথা'। ঐতিহাসিক পটভূমি অবলম্বনে রচিত নাটক রূপমতি গাঁথা। পঞ্চমদিন অভিনীত হল নির্বাক অভিনয় আকাদেমি প্রযোজিত সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত পরিচালিত নাটক 'সীতা থেকে শুরু'। ষষ্ঠ দিন অভিনীত হল নান্দীকার–এর দুটি নাটক। দুপুর তিনটায় মঞ্চস্থ হল 'বিপন্নতা' নির্দেশনায় সোহিনী সেনগুপ্ত। অভিনয়ে সোহিনী এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। নাটক দেখে সকলেই মুগ্ধ। সানে ছটায় অভিনীত হল মাধবী। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে তৈরি নাটকে অভিনয় করেছেন সোহিনী, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, দেবশংকর হালদার এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। নির্দেশনায় স্বাতীলেখা।

সপ্তম দিন মঞ্চস্থ হল মুখোমুখি প্রযোজিত দেবশংকর হালদার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং পৌলমী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ও নির্দেশিত 'ফেরা'।

অষ্টম দিন অভিনীত হয় রঙরূপ প্রযোজিত নাটক অব্যক্ত। নির্দেশনায় সীমা মুখোপাধ্যায়। নজর কাড়া অভিনয় করলেন বিমল চক্রবর্তী এবং কিঞ্জল নন্দ।

নবম দিন অভিনীত হল দুটি নাটক ৩টায় লোককৃষ্টির 'চিরন্তনী' নির্দেশনায় মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়। এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বহুরূপী প্রযোজিত দেবেশ রায়চৌধুরী অভিনীত তুলিকা দাস নির্দেশিত নাটক 'নিরো'। অনবদ্য উপস্থাপনা। শেষ দিন রবিবার সারাদিন উষা গঙ্গোপাধ্যায়। (রঙ্গকর্মী)। ১১টায় মঞ্চস্থ হল 'বদনাম মান্টো', তিনটায় 'হাম মুকতারা' এবং ৬–৩০ মিনিটে দর্দ–এ–নাক। তিনটি নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী উষা গঙ্গোপাধ্যায়।

বহুদিন থেকেই উষাদির ওই রকম একটা প্রদর্শনের জন্য মুখিয়ে ছিলাম। সন্ধ্যায় রুদালী করার কথা ছিল কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত রুদালী করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। নাটক শেষে সমর মিত্র উষাদিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অল্প মধুর পরিবেশে দর্শক মহলের প্রবল উৎসাহে সাফল্য মণ্ডিত হয়।

নান্দাভাঙা নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ারের মহতি কর্মসূচি

কুনাল মালিক : গত ১৮ আগস্ট নাঙ্গাভাঙা নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে নোদাখালি নতুন রাস্তা মোড়ের পার্শ্ববর্তী সেনেটারি মাঠে রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, বিডিও জ্যোতি প্রকাশ হালদার, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় সহ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও সমাজের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংগীত নৃত্যে মুখরিত হয় পরিবেশ। রাখি বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে আমার শৌচাগার প্রকল্প নিয়েও

আলোচনা হয়।

বিবেকানন্দ মিশন, অমলা নার্সিংহোম ও মেডিকেয়ার নার্সিংহোম স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করে। ১২৩ জনের চক্ষু অপারেশন হবে আগামী দিনে। তরজা পরিবেশন নেতাজি সংঘের ক্লাব ব্যান্ড অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করে। সংগঠনের সম্পাদক প্রণব সাউ বলেন, বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ, সততা, চিন্তাধারা গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে এগিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মানব সেবা ও সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে নাঙ্গাভাঙা নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

জন্মাষ্টমী উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় মধ্য কলকাতার মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্মৃতি বিজড়িত গৃহদেবতা 'রাধাকৃষ্ণ' মন্দির প্রাঙ্গনে ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'জন্মাষ্টমী' মহোৎসব ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে ও শম্পা মুখার্জীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সন্ধ্যারতির পরে জন্মাষ্টমীর মহান তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন শিক্ষাবিদ, সরোদবাদক ও সুবক্তা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীল। এছাড়াও বক্তা ছিলেন ভক্তপ্রবর কাজল সরকার। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী শিপ্রা রায়, অহনা রায়চৌধুরী, সুমা দাস, সঞ্চিতা সেন ও সৌপর্ণি চ্যাটার্জী। সাথে তবলা বাজান যশস্বী তবলিয়া সমীর রায়। অতিথি ছিলেন টুবলু দত্ত, সুদীপ দাস, তাপস সরকার, স্বপন পালিত ও জলি মিত্র। শেষে অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিধির বাঁধন

পথ সুরক্ষা সচেতনতামূলক একটি প্রচারাভিযানে ১২৬ নং ওয়ার্ডের পৌরমাতা শিপ্রা ঘটক সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও কর্মীবৃন্দ যারা সম্প্রতি রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে এলাকায় সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

শত ফুল বিকশিত হোক

সম্প্রতি পার্ক প্লাজায় 'সংলাপ' আয়োজিত নির্যাতন সংক্রান্ত একটি সচেতনতামূলক আলোচনায় মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
ছবি ও প্রতিবেদন : সোম তাপস

দীপক মজুমদারের সংবর্ধনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিদায়ী চেয়ারম্যান শিক্ষারত্ন দীপক মজুমদারের কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির স্থায়ী কমিটি তাঁর সংবর্ধনা এবং এক মিলনসভার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের শিক্ষার স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ গোস্বামী, জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ জ্যোতি চক্রবর্তী, সহ সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এছাড়াও ওই মিলনসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় তিনশোজন শিক্ষক। দীপকবাবুর কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এত শিক্ষক সমাবেশ বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা তিনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন শিক্ষক সমাজকে সংগঠিত করতে তিনিই পেরেছিলেন ২০১৫ সালের টেট পরীক্ষা দক্ষতার, সাথে সম্পন্ন করে পাঁচটি রিজিয়নের মধ্যে প্রথম হতে। তিনিই পেরেছিলেন যে এসএসসি–র নিজস্ব ভবন তৈরির জন্য নিজ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে জমি নিয়ে কাজ শুরু করতে। এবং সেই ভবনের নামকরণ 'ঋষি বঙ্কিমভবন' তারই দেওয়া। এহেন উদ্যোগী ব্যক্তিত্বকে ৬২ বছর বয়সে কার্যকালের মেয়াদ শেষ করতে হল।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সহ শিক্ষকের (দুটি জেলার নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা) দাবি ও আশা এই মহান ব্যক্তিত্ব ও কর্মদ্যোগী মানুষকে শিক্ষাজগতের অন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে বসানো হোক যার দ্বারা শিক্ষাজগত উপকৃত হবে।

মোহন মাঠের বিতর্ক মিটতে চলেছে

কোচহীন ইস্টবেঙ্গল বনাম বাগানের জেদ

অরিঞ্জয় মিত্র

মোহনবাগান মাঠের গন্ডগোলের রেশ কাটিয়ে ফের একটা ডার্বির সামনে দাঁড়িয়ে বাংলার ফুটবল মহল। আশা করা যায় নির্দিষ্ট দিনেই এই মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। বলাবাহুল্য সেই চিরনবীন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান একে অপরের সম্মুখীন। সল্টলেকের চেনা মাঠ বা ময়দানের পরিচিত এলাকায় নয় এই ডার্বি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নদিয়া জেলার কল্যাণীতে। যদিও কলকাতার বাইরে ডার্বি অনুষ্ঠিত হওয়া গত কয়েক মরশুম ধরে একপ্রকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতবার যেমন উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে মোহন-ইস্ট লড়াই বেঁধেছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ফেভারিট থাকা

সত্ত্বেও বাগান মোটেই ভালো করতে পারেনি। তাও আবার ঠিক আগের বারের আই লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা মাথায় থাকায় বাগান শুরুটা করেছিল অনেকটাই এগিয়ে। তাও যেই ইস্টবেঙ্গল সামনে পড়ল ব্যাস মোহন ব্রিগেডের সব জারিজুরি শেষ।

এই কিছুদিন আগেই এক কট্টর মোহন সমর্থকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি আবার ক্লাব সদস্যও বটে। তার মুখে পরিস্কার আক্ষেপ যতই জাতীয় লিগ বা আই লিগ জিতি না কেন, ইস্টবঙ্গলকে ডার্বিতে মারতে না পারলে কোনও কথাই হবে না। সমর্থকরা অত বোঝে না ধারাবাহিক পারফরমেন্সের নিরিখে বাগান এখন এশিয়ার ভারতের সেরা ক্লাব। তাদের একটাই কথা আগে ইস্টবেঙ্গলকে বড় ব্যবধানে হারাও তারপর সব কিছু। তাই বাকি সব কিছুই ছেদো যুক্তির মতো হয়ে উঠেছে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে। ইস্টবেঙ্গলকে যতদিন না পর্যন্ত একটা বড় ব্যবধান (৪-০, ৫-০ বা ৬-০) এ হারানো যাচ্ছে ততদিন সদস্য-সমর্থকদের চাহিদা কিছুতেই মিটবে না। আসলে সেই যে সত্তরে দশকের গ্লানি ইস্টবেঙ্গলের কাছে একেবারে ০-৫ হার এটা কিছুতেই কাটাতে পারে না বাগান শিবির। ধীরেন দে'র পর টুটু বসু-অঞ্জন মিত্র জমানা শুরু হওয়ার পরে তারা বারংবার এই বদলার কথাটা তুলে ধরতেন। কিন্তু দীর্ঘদিন দলের দায়িত্ব থেকে, সেরা তারকাদের নিয়ে দল গড়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ইস্টবেঙ্গল আবারও ৪ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে বাগানকে। তাও অন্তত ২-৩ বার। অমল দত্তের ডায়মন্ড সিস্টেমের বছর বাইচুং বা গতবার লিগে ডু ডং কেউ না কেউ ঠিক বড় গোলের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

ফলে স্বপ্ন অধরা থেকে গিয়েছে মোহনবাগানের। এই যেমন চিমা, ব্যারেটো, ওডাফাদের নিয়ে স্ট্রাইকিং জোন তৈরি করেও ইস্ট ডিফেন্সকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছে মোহনবাগান। অনেক তাবড় কোচ এসেছেন কিন্তু সেই বড় জয় কিছুতেই আসেনি। এই জায়গা থেকেই তাই প্রতিটি ডার্বি মোহনবাগানের কাছে সেই জয়ের স্বপ্ন দেখার ম্যাচ। জানি না, কল্যাণীতে কি হবে। তাও এটা নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় বাগান সমর্থকরা ভগবানের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছেন, ঠাকুর এবার যেন ইস্টবেঙ্গলকে পেড়ে ফ্যালা যায়। গোলের জন্য বাগান এবার তাকিয়ে ডাফি এবং বিদেমি নামক জোড়া ফলার দিকে। তার ওপর জাপানি বোমা কাতসুমি তো আছেনই।

ইস্টবেঙ্গল শিবিরে আবার ডার্বির আগে কেমন একটা হতাশার ছায়া। এর জন্য দায়ী লাল-হলুদের ব্রিটিশ কোচের হঠাৎ ডার্বির এক সপ্তাহ আগে বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত। কোচ বলছেন ডাক্তার দেখাতে তিনি অস্ট্রেলিয়া যাবেন। অথচ ডার্বির আগেই কেন কোচকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা।

যথারীতি ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনরা সকলেই মুখর হয়েছেন কোচের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে। কোচ ছাড়া ডার্বি ম্যাচে নামা মানে ম্যাচের অর্ধেকটাই বিপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া। তবে দলটার নাম যেহেতু ইস্টবেঙ্গল আর জার্সিটা লাল-হলুদ তাই এখন থেকেই বলা যায় শেষ পর্যন্ত লড়াই দেওয়ার চেষ্টা করবে তারা। বিশেষ করে প্রতিকূল অবস্থায় ইস্টবেঙ্গল যে জ্বলে ওঠে সেটা তো আর আজকের কথা নয়। এটা লাল-হলুদের মজ্জাগত যেন। খামতির মধ্যে এই যে ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশিরা খুব একটা উচ্চ মানের নয় বলেই মনে করছে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। তাদের কাছে আশার কথা এই যে কোরিয়ান সুপার স্টার ঠিক বাগান ম্যাচের আগেই চার্জে চলে এসেছেন।

এমনিতেই ডার্বিতে ভালো খেলার সুনাম রয়েছে ডংয়ের। তার ওপর মাঝখানে যে বিরক্তি এবং ক্রোধের উদ্রেক হয়ে হয়েছিল এই দক্ষিণ কোরিয়ানের মধ্যে তা অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছে। যথার্থ নেতার মতোই খেলতে দেখা যাচ্ছে তাকে। তাই আপাতত মোহনবাগান যদি ডাফি-বিদেমির ওপর নির্ভরশীল হয় তা হলে ইস্টবেঙ্গল জনতার আকাঙ্খা পুঞ্জিভূত হচ্ছে ডংকে ঘিরেই।

শৈলেন মান্নার ৯৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে উত্তম মঞ্চে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 'শৈলেন মান্না কৃতী সম্মান' প্রদান করা হয়। প্রাপকরা হলেন প্রখ্যাত কোচ সৈয়দ নইমুদ্দিন, শিবশঙ্কর পাল, ক্রিকেটার সৌরাশিস লাহিড়ি, পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত হয়েছিলেন ক্রীড়া জগতের নবীন এবং প্রবীণ বহু তারকা। প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মোহন তারকা ড্যারেল ডাফি, বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সভায় হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং বিশিষ্ট বিচারক শ্যামল সেন। অভিনয় জগতের তারকারাও উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন ক্লাবের উদীয়মান খেলোয়াড়দের ফুটবল প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করেন সংস্থার সম্পাদক বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়।

–নিজস্ব চিত্র

কোহলিকে একদিনের অধিনায়ক করাও উচিত

শ্যামা হালদার

ধোনির অবসরের সময় কি এসে গিয়েছে? তার ঘনিষ্ঠ মহল দাবি করে আসছে আগামী বিশ্বকাপেও ধোনির নেতৃত্বে ভারতীয় দল মাঠে নামবে। এমনকি মাহি নিজের তরফ থেকেও এমন ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। এমতাবস্থায় ভারতীয় ক্রিকেটে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে তা হলে টেস্ট অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে কেন একদিনের ক্যাপ্টেনশিপ থেকে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। কারণ কোহলি নিজেও সবস্তরের ক্রিকেটে দেশের অধিনায়ক হতে আগ্রহী। তাছাড়া সাম্প্রতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে কোহলির নেতৃত্বে ভারত যে বিরাট জয় পেয়েছে তা মনে রাখতেই হবে। সবমিলিয়ে ধোনিকে একদিনের অধিনায়ক রেখে দিয়ে আর কেন ভারতীয় ক্রিকেট পিছনের দিকে তাকাবে,এই জল্পনাও উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়করাও এ নিয়ে নিজেদের মতামত জাহির করেছেন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন চাঁচাছোলা ভাষায় বলেছেন বিশ্বকাপের আগে এখন থেকেই একদিনের অধিনায়কত্বের ভার কোহলির ওপর সঁপে দেওয়ার কথা। গাভাসকার আবার ধোনিতেই সন্তুষ্ট। তাঁর বক্তব্য, মাহি যদি টেনে দিতে পারেন তবে পরবর্তী বিশ্বকাপে তিনি ক্যাপ্টেন থাকতেই পারেন। এর মধ্যে ক্রিকেট কলম লিখিয়েদের একটা বড় অংশ আবার কোহলির পক্ষে সওয়াল করেছেন। মোটের ওপর বিশ্বকাপ কে মিশন হিসেবে ধরলে এখন থেকেই নয়া

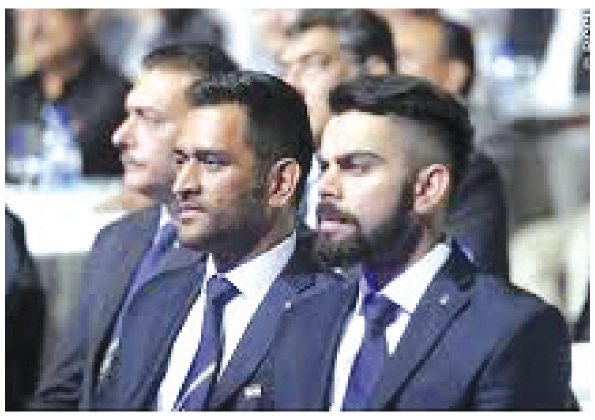

অধিনায়কের জায়গা তৈরি করা উচিত। কারণ যত দিন গড়াবে ততই কঠিন হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। এই যুক্তি আরও জোরদার হয়েছে সদ্য সমাপ্ত টি-২০ তে ক্যারিবিয়ানদের কাছে ভারত হারার পর। বিশেষ করে শেষ ম্যাচটিতে যেভাবে ধোনি রান তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন, শেষ বলে আউট হয়ে গিয়েছেন রান তাড়া অধরা রেখে তাতে মহেন্দ্র সিংয়ের রিফ্লেক্স ঘাটতি কারও নজর এড়ায় নি। যে হেলিকপ্টার শটের জন্য বিখ্যাত ছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী ভারত অধিনায়ক, তার নড়াচড়ায় যে তৎপরতা ছিল তা যেন বিলকুল উধাও। এই দিক থেকেই মনে হচ্ছে ধোনি আর টানতে পারছেন না। এটা তো সব প্লেয়ারের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। মাহি বা তার ব্যতিক্রম হবেন না। তাছাড়া গ্রেগ চ্যাপেলের জমানায় যে ইয়ং ব্লাড বা তাজা রক্তের আমদানির কথা উঠত সেই তত্ত্ব মেনে সৌরভ, লক্ষ্মণ, দ্রাবিড়রা এক এক করে অচল হয়ে গিয়েছেন। সরে গিয়েছেন শচীনও। যদিও এরা আরও ২-৩ বছর টেনে দিতে পারতেন বলে বিশ্বাস বিশেষজ্ঞ মহলের। তার ওপর এইসব সিনিয়রদের সরে যাওয়ার পিছনে ধোনির নতুন প্লেয়ার চাওয়াটাও বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। তা এহেন ধোনি এখন কেন চুপ থাকবেন। সময় থাকতে থাকতে তার সরে যাওয়াটা ভালো নয় কি?

গোষ্ঠ পালের জন্মোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি পাইকপাড়ার নর্দান এভিনিউতে নিজ বাসভবনের সামনে প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম ফুটবল মাঠের চাইনিজ ওয়াল পদ্মশ্রী গোষ্ঠ পালের ১২১তম শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধাসহকারে মাল্যদান করে খেলোয়াড় জীবনের স্মৃতিচারণ করেন গুরুবক্স সিং, সত্যজিৎ চ্যাটার্জী, শিবাজী ব্যানার্জী, শান্তিনাথ মুখার্জী, অজিত ব্যানার্জী, বাবুন ব্যানার্জী, শান্টু দাস, আরতি পাল প্রমুখ। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুধাংশু পাল এবং নীরাংশু পাল। শেষে কৃতী ক্রীড়াবিদদের উত্তরীয়, ব্যাচ এবং স্মারক প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। উৎসবে অসংখ্য জনসমাগম হয়।

ওই দিনই ময়দানে মোহনবাগান মাঠের পাশে গোষ্ঠ পালের মূর্তিতে মাল্যদান করেন কলকাতা ময়দানের প্রখ্যাত খেলোয়াড় থেকে ছোট ছোট শিক্ষানবীশ ফুটবলাররা। সকলে স্মরণ করেন এই কিংবদন্তীকে।

মনের খেয়াল

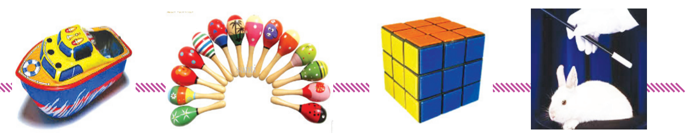

ছুটি

পাপিয়া দে (দাস)

আজ সারাদিন ছুটি,
দেরি করে ঘুম থেকে উঠি,
রোদের আদরটুকু মাখি প্রাণ ভরি।
দিঘীর জলে সাঁতার কাটে মন,
বন্ধ করে গাছেদের জড়াই সারাক্ষণ।
ময়না, টিয়া হয়ে বনে বনে নাচতে চাই,
পাহাড়ের গায়ে ঝরণা হয়ে বইতে চাই।
হাঁস, মুরগীর ছানাদের সাথে দৌড়াবো,
হলুদ সরষে ফুলের রেণু মেখে লুটাবো।

গত ৪১ সংখ্যায় মনের খেয়াল বিভাগের ম্যাজিক মোমেন্টে ম্যাজিক কার্টুনটি এঁকেছিলেন শ্যামেল কুমার

সুজয় মন্ডল, ষষ্ঠ শ্রেণি, দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

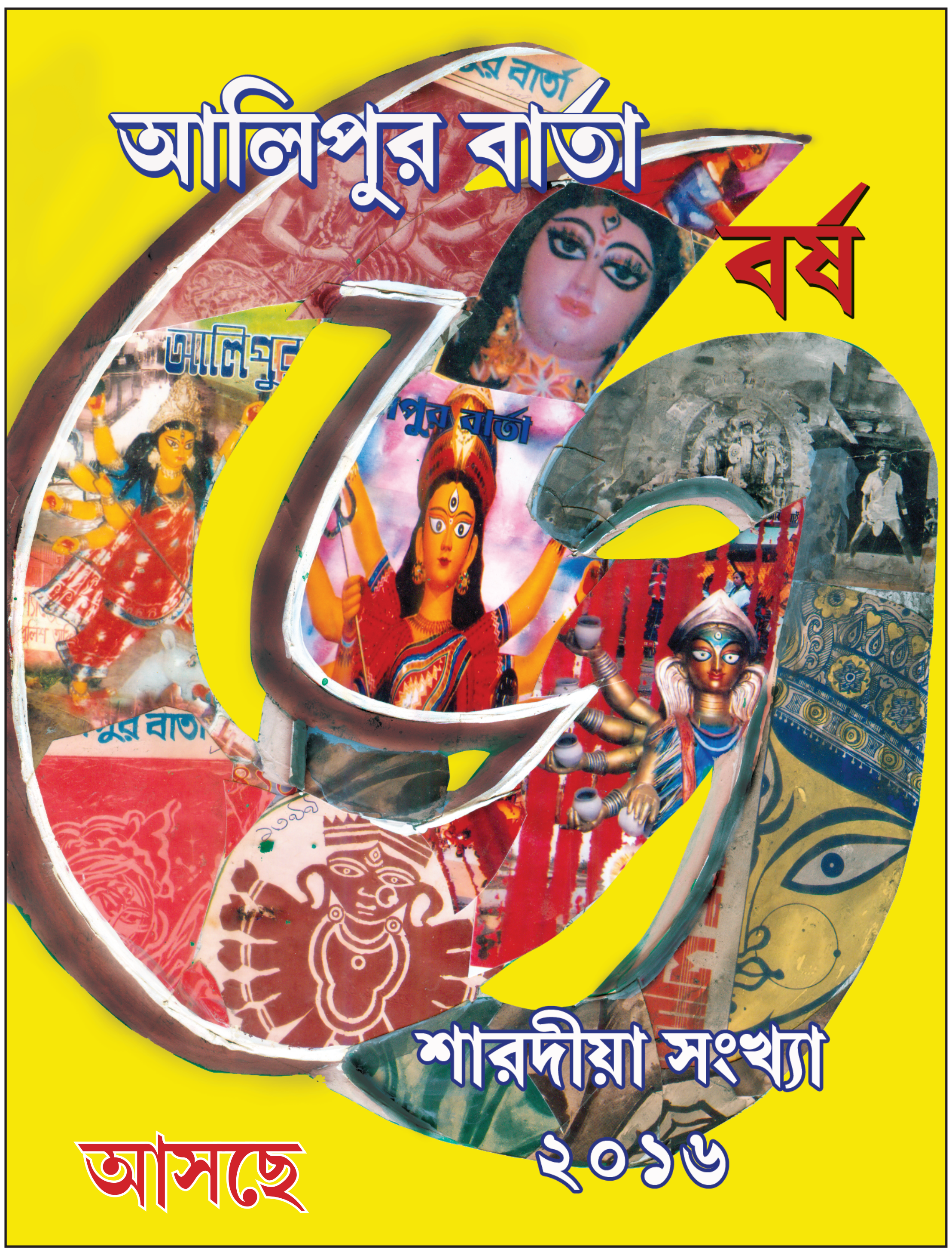

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com